পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলা – ভারত (চিঠি নং 3/3 এবং উপসংহার) ,

প্রিয় ভারতবাসী,
শুভেচ্ছা

CC: নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের কাছে তাদের তথ্য, রেকর্ড এবং বিবেচনাধীন পদক্ষেপের জন্য:
১. ভারতের রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী,
২. মাননীয় সংসদ সদস্য, প্রধান বিচারপতি, প্রধান নির্বাচন কমিশনার, নীতি আয়োগের উপাচার্য,
৩. শিল্প, ব্যবসা, সামাজিক ক্ষেত্র, গণমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নেতারা,

বিষয়: পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার সম্ভাব্য পদক্ষেপ সম্পর্কে – ভারত তারিখ: ২২.০৪.২০২৫:

প্রিয় ভারতের নাগরিকগণ:
সোশ্যাল মিডিয়ায় ২৪.০৪ এবং ২৬.০৪.২০২৫ তারিখে আমার পোস্ট এবং এখানে উল্লেখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে ইমেলের মাধ্যমে জমা দেওয়া আমার পোস্টের ধারাবাহিকতায়, নিম্নলিখিতটি আরও জমা দেওয়া হল:

এই চিঠিতে জমা দেওয়া হয়েছে (২০০৩ সাল থেকে) শাসন প্রক্রিয়া, দেশের শীর্ষ রাজনৈতিক নেতৃত্বের (কংগ্রেস এবং বিজেপি) সাথে যোগাযোগ, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে বিপুল সংখ্যক নেতার সাথে মিথস্ক্রিয়া, ফকির এবং সাধুদের সাথে মিথস্ক্রিয়া (লিঙ্কডইন এবং ফেসবুকে ব্যক্তিগত প্রোফাইলে এই ধরনের প্রভাবের স্বীকৃতি পত্র দেখা যায়) এবং নির্জনে কিছু সময় কাটানোর পর এবং তাই ভারতের সহ-নাগরিকদের যথাযথ মনোযোগ, প্রতিক্রিয়া এবং বিবেচিত কর্মকাণ্ডের যোগ্য বলে মনে করা যেতে পারে।

এই চিঠিতে জমা দেওয়া তথ্যে রয়েছে:
ধারা -ক, ২৪.০৪.২০২৫ তারিখের ইস্যুতে পূর্ববর্তী দুটি চিঠির সংক্ষিপ্তসার, **ধারা -খ,**
(১)। ২২.০৪.২০২৫ তারিখে পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার পর উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে পুরনো বিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে আলোচনা।
(২) সন্ত্রাসবাদ এবং যুদ্ধের উপর,
(৩) মৌলিক সংজ্ঞা ধর্ম (মৌলিক ধর্ম), ধর্ম প্রতিষ্ঠান (মৌলিক বিষয়গুলি দেখাশোনা করার জন্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান) এবং রাজনীতি (নীতিশাস্ত্র সহ শাসন),
(৪)। হিন্দু ধর্ম, সনাতন ধর্ম এবং শিখ ধর্মের চলমান ধারা সম্পর্কে প্রাচীন বিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে আলোচনা,

(৫) সমাধানের দিকে পদক্ষেপ – গণভোটের ধারাবাহিকতা,
(৬) **উপরোক্ত কার্যক্রম শুরু করার জন্য ভারত কেন একটি ভালো জায়গা হতে পারে:**

নিম্নলিখিতটি জমা দেওয়া হল:

বিভাগ –ক,
এই বিষয়ে পূর্ববর্তী দুটি চিঠির সংক্ষিপ্তসার (তারিখ: ২৪.০৪ এবং ২৬.০৪.২০২৫):

১. ২৪.০৪.২০২৫ তারিখের চিঠির সংক্ষিপ্তসার
(ক) ২২.০৪.২৫ তারিখে পহেলগামে যা ঘটেছিল তা বর্বর, বর্বরতাকে কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান করে আরও বর্বরতা তৈরির সুযোগ করে দিয়েছে, এটির পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা প্রয়োজন এবং ভারত এবং বিশ্বে এটি সাহসী বাস্তবায়নের দাবি রাখে।

এই আইনের প্রভাব নিন্দা এবং মৃতের আত্মার জন্য প্রার্থনা, নিহতদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে শেষ হবে না এবং এটি POK–তে আক্রমণ করে POK, এমনকি সমগ্র পাকিস্তান দখল করে মৌলিক সমস্যার সমাধানও করবে না।
আশির দশকেও পাঞ্জাবে এই ধরণের ধর্মীয় হত্যাকাণ্ড ঘটত।

(খ) এই ঘটনাটি কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করে যা কেউ জিজ্ঞাসা করছে বলে মনে হয় না:
i. কেন পুরো সমাজকে নিজেদের নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর (যা মোট জনসংখ্যার এক শতাংশেরও কম) নিরাপত্তার উপর তাদের ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে? কীভাবে ১% মানুষ ১০০% জনসংখ্যার নিরাপত্তা দিতে সক্ষম হবে?

মানদণ্ড অনুসারে (সনাতন ধর্মের উপজাতি এবং মৌলিক বিষয়গুলি থেকে প্রাপ্ত) ২৫ থেকে ৫০ বছর বয়সী জনসংখ্যার ছয় শতাংশ (অর্থাৎ ভারতের বর্তমান জনসংখ্যা ১৩০ কোটিরও বেশি বলে বিবেচনা করলে আট কোটিরও বেশি), যার মধ্যে চার কোটি মহিলা অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা প্রদান করছেন এবং চার কোটি পুরুষ বহিরাগত নিরাপত্তা মোকাবেলায় প্রশিক্ষিত) সমাজের সরাসরি নিরাপত্তায় নিয়োজিত থাকতে হবে।
ii. জরুরি অবস্থার সময় সকল ধর্মীয় কেন্দ্র বন্ধ করে দিয়ে, যখন মানুষ আরও বেশি কিছু চাইছিল, কোভিড স্পষ্টভাবে এবং সাহসের সাথে এই সমস্ত সমসাময়িক ধর্মগুলিকে একটি মৃত সত্তার মতো বাতিল এবং অকার্যকর ঘোষণা করেছে। যদি তাই হয়, তাহলে কি আমাদের ধর্মের (মৌলিক ধর্ম) পুনরুত্থান নিয়ে আলোচনা করা উচিত নয়, বরং সেই ধর্মগুলির বিরুদ্ধে মৌখিক বা বাস্তব সংঘর্ষ, লড়াই বা এমনকি যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া উচিত নয় যারা বিশ্বব্যাপী লকডাউনের সময় আশার আলো দেখাতে পারেনি এবং ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া এবং প্রশাসনিক সংস্থাগুলির কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারেনি?

iii. এটা কি ভারতকে সংঘাতে টেনে আনার, আরও বেশি করে অস্ত্র ও অস্ত্রাগার কেনার, অথবা এমনকি রাশিয়া ও ইউক্রেন, অথবা ইসরায়েল ও হামাসের মতো সংঘাতে টেনে আনার, বিশ্বের স্বঘোষিত বৃহৎ নেতাদের উপর ক্রমশ নির্ভরশীল হয়ে ওঠার একটি পরিকল্পনা বলে মনে হয় না?

iv. পাকিস্তান গঠনের ভিত্তি ধর্ম এবং ব্রিটিশদের কারসাজি বলে কথিত ছিল। এখন যখন গঠনের দুটি কারণই অদৃশ্য হয়ে গেছে, স্বাধীনতা ঘোষণার পরপরই একটি এবং কোভিডের সময় (যখন ধর্ম নিজেই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে) আরেকটি, তখন পাকিস্তানের আলাদা থাকার কোনও মানে নেই। পাকিস্তানের (এবং বাংলাদেশের) জন্য ভালো হবে যদি তারা তাদের দেশে একটি সাধারণ গণভোট করে তার অবশিষ্ট অংশের সাথে একীভূত হয়ে এক ভারত হয়ে যায়।

v. ভারতের পাশাপাশি পাকিস্তান ও বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ধারার সাথে সমাধানটি পাওয়া যাচ্ছে না বলে মনে হচ্ছে। ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের নাগরিকদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তারা ভবিষ্যতের যেকোনো দুর্ঘটনা এড়াতে যথাযথ পদক্ষেপ নেন।

(২)। ২৬.০৪.২০২৫ তারিখের চিঠির সংক্ষিপ্তসার।

(ক) পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার সম্ভাব্য পরিকল্পনা থেকে বোঝা যায় যে, 'পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলাটি ছিল একটি সাজানো কাজ (ঠান্ডা মাথার ও বর্বর কাজটি যথাযথ পরিকল্পনার মাধ্যমে করা হয়েছিল বলে মনে হচ্ছে, তারপর বর্বরভাবে এবং ঠান্ডা মাথার পদ্ধতিতে করা হয়েছিল) এবং বৃহত্তর পরিণতির লক্ষ্য করে এটি করা হয়েছিল বলে মনে হচ্ছে।'

আধ্যাত্মিক মহলে বলা হচ্ছে যে ২২.০৪.২০২৫ তারিখে ভারতের পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলাটি নিম্নলিখিত বহুজাতিক কোম্পানিগুলি দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল:

i) খনিজ বহুজাতিক কোম্পানিগুলি, যারা মূলত জম্মু ও কাশ্মীরে ৫৮ লক্ষ টন লিথিয়াম মজুদের উপর নজর রাখছে। আলোচনা করা হচ্ছে যে এই লিথিয়াম খনি শ্রমিকদের কার্যপদ্ধতি হল প্রথমে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সামাজিক বিভেদ এবং তীব্র মনোভাব তৈরি করা এবং যুদ্ধ শুরু হলে এই খনিজ সমৃদ্ধ অঞ্চলের বনে আগুন লাগানো (যেমন সম্প্রতি আমাজন, অস্ট্রেলিয়া, মায়ানমার (রাখাইন অঞ্চল-রোহিঙ্গা), লস-অ্যাঞ্জেল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য অংশে আগুন লাগানো হয়েছিল যাতে খনির জন্য একটি পরিষ্কার স্লেট উপলব্ধ করা যায়)।

ii) সুইজারল্যান্ডের পর্যটন থেকে আয় করা বহুজাতিক কোম্পানি।

iii) বহুজাতিক কোম্পানিগুলি ডিনামাইট এবং বোমা, অস্ত্র ও অস্ত্রাগার, যুদ্ধবিমান, সাবমেরিন সরবরাহ করে আয় করে এবং বর্তমানে রাশিয়া ও ইউক্রেন, ইসরায়েল এবং হামাসের মতো দেশগুলির মধ্যে যুদ্ধের আয়োজন ও পরিচালনা করেও আয় করে।
iv) বহুজাতিক কোম্পানি যারা তাদের হাসপাতাল এবং ওষুধ ব্যবসার মাধ্যমে আয় করে।
v). মাদক ব্যবসার মাধ্যমে আয় করা বহুজাতিক কোম্পানিগুলি। এই সন্ত্রাসী হামলার পরিকল্পনা করা হয়েছে কাশ্মীরে ভারতের পাঞ্জাব ও মণিপুর এবং বিশ্বে কলম্বিয়া ও আফগানিস্তানের মতো পরিস্থিতি তৈরি করার জন্য। এই বহুজাতিক কোম্পানিগুলি তাদের দুষ্টু কর্মকাণ্ড চালানোর জন্য CIA (কোকেন আমদানিকারক সংস্থা বা গাঁজা আমদানিকারক সংস্থা), OIC (আফিম আমদানিকারক সংস্থা) এবং WEF (আগাছা রপ্তানিকারক ফোরাম) থেকে সমস্ত সহায়তা পাচ্ছে বলে জানা গেছে।

(খ) কীভাবে এগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করা যায় এবং কীভাবে যথেষ্ট বর্বরতার প্রতিশোধ নেওয়া যায় সে সম্পর্কে "অল্টারনেটিভ ইকোনমি" বইটিতে (বিনামূল্যে ডাউনলোডের জন্য: resurrectionofdharma.com) দেওয়া আছে।

বিভাগ –খ,

(১) ২২.০৪.২০২৫ তারিখে পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার পর উদ্‌ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে পুরনো বিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে আলোচনা:

(১.১)। আধ্যাত্মিক মহলে বলা হচ্ছে যে পাহেলগামে হত্যা এবং আমাদের কন্যা ও বোনদের বিধবা বা এতিম করা রাবণ কর্তৃক মা সীতা অপহরণের চেয়েও সমান বা আরও গুরুতর, তাই এটা স্পষ্ট যে বর্বর হত্যাকাণ্ডের পর অপরাধী [অর্থাৎ এর পরিকল্পনাকারী এবং অর্থায়নকারী, গল্প লেখক এবং পরিচালক, সরবরাহ সরবরাহকারী এবং মিডিয়া হ্যান্ডলার, অভিনেতা (নির্বাহক) এবং সহায়তা কর্মী] এবং সুবিধাভোগীদের নির্মূল করা প্রায় নিকটবর্তী।
বেশ কয়েকজন জ্যোতিষীর মতে, অপরাধীদের নির্মূলের কাজ ২০২৬ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে শুরু হবে এবং ২০৩১ সালের মধ্যে সম্পন্ন হবে, যার পরে সুশাসন প্রতিষ্ঠা হবে, যা ২০৩৬ সালের মধ্যে অনেকাংশে সম্পন্ন হবে।

আধ্যাত্মিক মহলে বলা হচ্ছে যে ২০৩১ সালের মধ্যে হিন্দু, ইহুদি, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিস্টান, মুসলিম এবং শিখ শব্দগুলি বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং মূলত ধর্ম শব্দটির স্থান পাবে এবং যা ব্যবহৃত হবে

পিতামাতা, সন্তান, বোন, ভাই এবং ধর্মের ধর্ম যা শিক্ষক, ছাত্র ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত (উইকিপিডিয়াতেই চল্লিশেরও বেশি শব্দ বর্ণনা করা হচ্ছে)।

আরও বলা হচ্ছে যে ২০৩১ সালের মধ্যে সোনা তার মর্যাদা হারাবে, শেয়ার বাজার বিলুপ্ত হবে, জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তি এবং পর্নোগ্রাফি এর সাথে সাথে নির্মূল হবে, আইনজীবী, শিক্ষক এবং ডাক্তারদের ব্যবসা, ব্যবসা ধ্বংস হয়ে যাবে।

২০৩১ সালের মধ্যে সমাজের সম্পূর্ণ সামাজিক নিরাপত্তা (অর্থাৎ বেঁচে থাকার জন্য শারীরিক নিরাপত্তা এবং খাদ্য, জল, বাতাস, বস্ত্র, আশ্রয়, বিনোদন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং ন্যায়বিচারের পাশাপাশি সকলের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং সৃজনশীল সাধনায় সম্ভাব্য সহায়তা) ধর্ম সংস্থান (ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা স্থানীয় সরকারের কেন্দ্র) থেকে কাজ শুরু করবে এবং কাজ এবং আয়/ফলনের সঠিক এবং যৌক্তিক বন্টনের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

(১.২)। সকলের কাছেই অবাক করার বিষয় যে, তথাকথিত শয়তান এবং সাধুরা ভবিষ্যতের দিকে ইঙ্গিত করার সময় একমত বলে মনে হয়, কিন্তু আধ্যাত্মিক মহলে বলা হয় যে, যখন শয়তান এবং সাধুরা দূরবর্তী একমত হয়ে একই গন্তব্য/ভবিষ্যতের দিকে ইঙ্গিত করে, তখন পরিস্থিতি সত্যিই উদ্বেগজনক/বিপজ্জনক/অশান্ত বলা যেতে পারে।

(i) তথাকথিত শয়তানরা বলে যে পৃথিবীর পরিস্থিতি বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে এবং পৃথিবী সাতশো কোটিরও বেশি মানুষের বোঝা বহন করতে পারে না এবং আমরা যদি পৃথিবীকে টিকিয়ে রাখতে চাই, তাহলে কমপক্ষে নব্বই শতাংশ মানব জনসংখ্যাকে ধ্বংস করতে হবে,
(ii) বর্তমান অস্থিরতার বিশদ বর্ণনা করার সময়, সাধুগণ জনসাধারণকে সান্ত্বনা দেওয়ার সময় মনোরম ও আনন্দের সুরে বলছেন যে সত্যের যুগ (সত্যযুগ) আসছে, যেখানে প্রত্যেকেই সুস্থ, সুখী এবং পবিত্র জীবনযাপন করবে। সত্যযুগে পৃথিবীতে মোট তেত্রিশ কোটি মানুষ থাকবে এবং প্রত্যেকেই দেবতার মতো হবে, তাদের হাতে প্রচুর সম্পদ থাকবে।

(iii) যদি আমরা শয়তানের এবং সাধুদের সংস্করণ তুলনা করি, তাহলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না যে সাধুরা আগামী দিনে আরও ভয়াবহ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করছেন।

এমন পরিস্থিতিতে সমাজ কী করতে পারে? সমাধান কী? আধ্যাত্মিক মহলে, সাধু-সন্তদের ভবিষ্যদ্বাণী/পরিকল্পনার বাইরে ধর্ম ও ধর্ম প্রতিষ্ঠানের (ধর্ম ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান) পুনরুত্থানের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

আধ্যাত্মিক মহলে বলা হচ্ছে যে গুগল, ইউটিউব, উইকিপিডিয়া ইত্যাদি ছাড়া পুরনো জ্ঞান সুখী ভবিষ্যতের দাবি করতে পারে না এবং এই নব্য ক্লাসিক, প্রযুক্তি এবং গ্যাজেটগুলি বাবা-মা, দাদা-

দাদি, গুরু এবং গুরুদের গল্প ছাড়া সুখী ভবিষ্যতের দাবি করতে পারে না। তাই বলা হচ্ছে যে সমাজে বিস্তৃত মন্থন প্রয়োজন যাতে সিস্টেমে মিশে থাকা বিষ দূর করা যায় এবং অমৃত/সারাংশ ভাগ করে নেওয়া যায়, যাতে সমাজ টিকিয়ে রাখা যায়।

(২)। সন্ত্রাসবাদ এবং যুদ্ধ সম্পর্কে

(২.১)। সন্ত্রাসবাদ:

সন্ত্রাসবাদ অন্যান্য 'বাদ'-এর মতোই (যেমন কমিউনিজম, সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতা এমনকি ধর্মীয়তা, অথবা বরং এইসব মতবাদ থেকেই জন্মগ্রহণ করে) এবং সন্ত্রাসবাদ তখনই শেষ হবে যখন এইসব মতবাদের অন্য সকল মতবাদের বিলুপ্তি/অদৃশ্য হয়ে যাবে।

(i) গান্ধীজিকে হত্যা করা হয়েছিল (১৯৪৮ সালে) এবং সমগ্র আরএসএসকে দায়ী করা হয়েছিল এবং আরএসএসের প্রতি সহানুভূতিশীল অসংখ্য মানুষকে ভারত জুড়ে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল (যার মধ্যে ঝাঁসির আমার বাবাও ছিলেন)। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে হত্যা করা হয়েছিল (১৯৮৪ সালে) এবং সমগ্র শিখ সম্প্রদায়কে হত্যাকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং বহু শিখকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। ৯/১১ (২০০১ সালে) আমেরিকায় ঘটেছিল এবং অনেক গণতান্ত্রিক মানুষ সমগ্র মুসলিম ভাইদের সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করেছিল এবং আফগানিস্তানে আক্রমণে সহযোগিতা করেছিল (তালিবানদের প্রধান অপরাধী বলে অভিহিত করেছিল), এবং বৃহৎ মুসলিম জনসংখ্যার সমস্ত দেশে ক্রমাগত নজরদারি বজায় রাখতে শুরু করেছিল। এর সাথে সাথে আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে কীভাবে জার্মানদের বৃদ্ধি রোধ করার প্রধান অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত ইহুদিদের গণহারে হত্যা করা হচ্ছিল।

আশ্চর্যজনকভাবে, ১৫ আগস্ট ২০২১ থেকে, আমেরিকা নিজেই তালেবানদের আফগানিস্তানে শাসনভার গ্রহণের অনুমতি দেয়, ভারত নিজেই শিখকে তার প্রধানমন্ত্রী করে, আরএসএসকে ভারতের সমসাময়িক শাসকগোষ্ঠীর একটি প্রধান আদর্শিক ফ্রন্ট হতে দেয় এবং সমগ্র পশ্চিমা বিশ্ব কীভাবে ইহুদিদের সাথে সহযোগিতা করে তা দেখায়।

একটি সম্পূর্ণ সংগঠনের মানুষদের, সম্প্রদায়ের লোকদের, যারা এই ধরণের মতামত পোষণ করে এবং ধারণ করে, তাদের কি ব্র্যান্ডিং করা সম্ভব? ইহুদি সম্প্রদায়, মুসলিম সম্প্রদায়, শিখ সম্প্রদায়ের মানুষ এবং আরএসএস-এর সদস্যরা, যারা নিজেরাই এর শিকার, তাদের কাছ থেকে আশা করা যায় যে তারা এমন কিছু করবেন না যা এই ধরণের ব্র্যান্ডিংকে উৎসাহিত করতে পারে, অথবা বরং স্থানীয় বা দূরবর্তী কোনও সুবিধাভোগীর দ্বারা যদি ইতিমধ্যেই এই ধরণের ব্র্যান্ডিংকে উৎসাহিত করা হয়ে থাকে, তাহলে তারা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সবকিছু করবে।

(ii) মুম্বাই এবং ভারতের সংসদে সন্ত্রাসী হামলা হাজার হাজার কোটি টাকার অস্ত্র কিনে সফল হয়েছে। প্রশ্ন জাগে: দুই-তিন শতাংশ অর্থ ব্যয় করে এবং এই ধরনের মাঠ পর্যায়ের পরীক্ষা থেকে অস্ত্র যাচাই করে কি সন্ত্রাসী কার্যকলাপ অনুপ্রবেশ করা যাবে না?

(iii) জ্বালানি তেলের মজুদ, খনিজ সম্পদ, অস্ত্র ও গোলাবারুদ বিক্রির সাথে জড়িত বহুজাতিক সংস্থাগুলি চায় যে সন্ত্রাসবাদ এবং সন্ত্রাসীরা তাদের স্বার্থ রক্ষা করে চলেছে। এটি একটি উন্মুক্ত গোপন বিষয় যে এই ধরণের সংস্থাগুলি কেবল সম্ভাব্য সকল অজুহাতে মানুষের মধ্যে ঘৃণা, শত্রুতা প্রচার করে না বরং সংঘর্ষ, লড়াই, যুদ্ধ এমনকি বিশ্বযুদ্ধ সংগঠিত করার জন্য অর্থায়নও করে।

iv) । আমি নিজে ভোপাল গ্যাস ট্র্যাজেডি (২রা ডিসেম্বর ১৯৮৪) দেখেছি এবং অনেক মানুষকে সেই সঙ্কটের বিভিন্ন সুবিধা নিতে দেখেছি। গত চল্লিশ বছরের আমার পর্যবেক্ষণ স্পষ্টভাবে বলতে পারবে যে যারা নীরব গণহত্যার সুযোগ নিয়েছিলেন বা সেই সঙ্কটের সময় তাদের কর্তব্য পালন করেননি, তাদের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি, তারা পুরোহিত, ধর্মপ্রচারক, রাজনীতিবিদ, ডাক্তার, আইনজীবী, ব্যবসায়ী এমনকি সাধারণ মানুষও হোন না কেন, তাই বিশ্বের সমগ্র জনগণের কাছে ব্যক্তিগতভাবে আবেদন করা হচ্ছে যে দয়া করে (কোনওভাবে) পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করবেন না, যা আমাদের অনেক বোন ও কন্যাকে বিধবা বা এতিম করে তুলেছিল।

প্রায়শই দেখা যায় যে এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডগুলি সৎমনা এবং দয়ালু মানুষদের একত্রিত করে সম্প্রীতির জন্য কঠোর পরিশ্রম করে। আসুন আমরা প্রার্থনা করি যে এই মানুষরা সাহস, স্বাধীনতা এবং ভালোবাসার পাঠ বুঝতে পারে এবং কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান পায়।

(২.২)। যুদ্ধ:

ভারত যদি তার কিছু গোষ্ঠীর কথা শোনে, যারা (এই সন্ত্রাসী হামলায় কেবল পাকিস্তানের জড়িত থাকার বিষয়টি সঠিকভাবে নিশ্চিত না করে) তীব্রভাবে পাকিস্তানের উপর আক্রমণ করে পাকিস্তানের অস্তিত্ব ধ্বংস করার পক্ষে কথা বলছে, তাহলে (ভারতের) জনগণের পাকিস্তানের সাথে কী করা উচিত? পাকিস্তান আক্রমণ করে শেষ করার পর ভারত কি সেই ভূগোল অন্যদের জন্য লুণ্ঠন ও লুটপাটের জন্য ছেড়ে দেবে, নাকি ভারত তা অধিগ্রহণ করে ভারতে মিশে যাবে?

(i) পুরনো জ্ঞানী ব্যক্তিরা প্রশ্ন তোলেন, বর্তমান বাংলাদেশী এবং পাকিস্তানীদের একটি বিরাট অংশ যদি তাদের বিচ্ছিন্নতার ভুলের জন্য অনুতপ্ত হয় এবং ভারতের সাথে পুনরায় মিলিত হতে চায়, তাহলে কি ভারত এখনও যুদ্ধে যাবে, নাকি পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের জনগণকে তাদের

নিজ নিজ দেশে গণভোট আয়োজনের সুযোগ করে দেবে এবং যথাযথ স্বাগত জানিয়ে এবং সমানভাবে ভারতের সাথে পুনরায় মিলিত হতে দেবে?

(ii) রাম ও রাবণের মধ্যে সংঘটিত দুটি মহাযুদ্ধ এবং ধর্মযুদ্ধ মহাভারতের দ্বিতীয় যুদ্ধের গভীর স্মৃতি সকল ভারতীয়ের মনে আছে বলে মনে হয়।
এটা লক্ষ করা যেতে পারে যে যুদ্ধের পুরো সময়কালে রাবণ এবং ধৃতরাষ্ট্র (দুর্যোধন) তাদের প্রতিপক্ষ রাম এবং পাণ্ডবদের কাছে প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহের শৃঙ্খল বন্ধ করেনি, বিপরীত কথা তো বলাই বাহুল্য।

নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের (পানি, খাদ্য, বাতাস, বিদ্যুৎ, ঔষধ) সরবরাহ শৃঙ্খলে প্রভাব ফেলা এবং প্রার্থনা বা শেষকৃত্যের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা প্রকৃতির পরিপন্থী, তাই এটি ভাবা উচিত নয় এবং যদি অজান্তে করা হয় তবে তা অবিলম্বে মর্যাদাপূর্ণ উপায়ে উল্টে দেওয়া উচিত।

(iii) প্রাচীনকালের জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে আলোচনা চলছে যে, যদি বর্তমান প্রজন্মের রক্ত যুদ্ধের জন্য উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, তাহলে ভারত কেন ব্রিটেনের সাথে যুদ্ধে যাবে না, যাদের জালিয়ান বালাবাগে শত্রু এবং গণহত্যাকারী হিসেবে পরিচয় স্পষ্ট, সম্ভবত পাকিস্তান এবং বাংলাদেশও আমাদের সাথে যোগ দেবে (গত পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তর বছরের আমাদের পারস্পরিক শত্রুতা ভুলে যাবে এবং তাও ব্রিটেনের দ্বারা পরিচালিত এবং ইন্ধনপ্রাপ্ত)। হয়তো এটি আমাদের এবং অন্যান্য অনেক দেশের মানুষের সমস্যার সমাধান করবে।

(৩) মৌলিক সংজ্ঞা: ধর্ম (মৌলিক ধর্ম), ধর্ম প্রতিষ্ঠান (মৌলিক বিষয়গুলি দেখাশোনা করার জন্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান) এবং রাজনীতি (নীতিশাস্ত্র সহ শাসন):

(৩.১)। ধর্ম (ধর্ম) – যা পরিবেষ্টিত তা হল ধর্ম, অথবা ধর্ম হল সমগ্র পৃথিবীর একটি সারাংশ (ধারণ করা হয়)। এটা ধর্ম : , ধারা কা মার্ম ধর্ম সংস্কৃত ভাষায় বলা হয় , সংসারের (সমগ্র পৃথিবী-ধারা) জন্য এটি সনাতন ধর্ম, যেখানে ধর্ম হল ধর্মের আঞ্চলিক প্রকাশ, 'যেমন; হিন্দুস্তানের জন্য এটি হিন্দু, জুদার জন্য এটি ইহুদি ধর্ম (ইহুদিদের জন্য জেরুজালেম)। বৌদ্ধ, জৈন এবং শিখরা হিন্দুদের প্রধান ধর্ম যেখানে খ্রিস্টান, মুসলিম এবং বাহাইরা ইহুদিদের প্রধান ধর্ম (ধর্ম)। সম্পূর্ণ ধরে রাখুন কা এবং ধর্ম অঞ্চল এর)।

ধর্ম তার সমস্ত মহত্ত্বের সাথে স্বাধীনতা এবং ভালোবাসার গুণাবলীর পক্ষে দাঁড়িয়ে আছে, এবং ভূত ও নরকের ভয় বা জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ্যে নির্যাতন এবং জেলখানায় শাস্তি প্রদানের কারণে নয়, যা অনেক ধর্মই করে। ধর্ম স্বাস্থ্যকর এবং জীবনের সকল লেনদেনের প্রতি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে, এটি ব্যবসায় জড়িত হয় না বা ব্যবসায়িক সত্তাকে সমর্থন/অনুগ্রহ করে না, একই সাথে এটি রাজনৈতিক বা শাসক বা সম্প্রসারণবাদীদের সহযোগী, প্রচারক বা সম্মুখ

সংগঠনে পরিণত হয় না। ধর্ম কখনও কাউকে এই পোশাক পরতে বা চুল কাটাতে বলে না, 'এটি পড়ুন এবং দেখুন', 'ব্যায়াম করার সময় ধর্মোপদেশের তোতাপাখি শুনতে (যোগিক বা অ্যারোবিক)' ধর্ম মূলত জীবনকে সুস্থ ও পবিত্র করে তোলার জন্য নিমগ্ন।

ধর্ম কখনও কাউকে দেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য মানুষ বা তার বিকল্প প্রাণী যেমন নারকেল বা ছাগল, মহিষ, ভেড়া, উট ইত্যাদি বলি দিতে বলে না। ধর্ম কখনও কাউকে ষাঁড় এবং মহিষকে নপুংসক করতে বা পুরুষ খৎনা করতে বা মেয়েদের যৌনাঙ্গ বিকৃত করতে বলে না, যেমন কোনও কারণে তাদের ব্রহ্মচারী হতে বাধ্য করা, অথবা তাদের (ছেলে এবং মেয়েদের) সম্পূর্ণ বলিদান থেকে রক্ষা করতে বলে না, যা ইতিমধ্যেই সর্বশক্তিমানের উদ্দেশ্যে প্রতীকীভাবে উৎসর্গ করা হয়েছে।

ধর্ম কাউকে মানুষ হোক বা গাছ, কারো বৃদ্ধি সীমাবদ্ধ করে বামন বা বনসাই বানাতে বলে না। ধর্ম কেবল আমাদের জীবন উদযাপন করতে এবং অন্যদের উদযাপন করতে এবং এমন কিছু খেতে দিতে বলে যা আপনার মেজাজের সুস্থতা বজায় রাখে এবং এমন পান করতে দেয় যা কণ্ঠের সংযম বজায় রাখে। ধর্ম কখনও কাউকে উপাসনা করতে বলে না এবং ধর্ম কাউকে কোনওভাবে, কোনও রূপে (মূর্তি) বা নিরাকারে উপাসনা করতে বা এমনকি নিজেকে উপাসনা করতে বাধা দেয় না, ধর্ম কেবল সহজাত বিশ্বাস/চেতনার নির্দেশ অনুসরণ করতে এবং নিজের কর্ম-কর্ম চালিয়ে যেতে বলে (এটাও বলা যেতে পারে; কাজই ধর্ম এবং কাজই উপাসনা)। ইংরেজিতে ধর্মের জন্য কোনও সঠিক শব্দ নেই; তাই ধর্ম শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

সমগ্র বিশ্ব এক কিন্তু একটি বৃহৎ পরিবার হল ধর্মের সবচেয়ে মৌলিক ধারণা, যা এখন পর্যন্ত অনেক ধর্মই প্রথম থেকেই মেনে নিতে অনিচ্ছুক ছিল, যদি না তারা সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষকে তাদের ধর্মের সংস্করণ গ্রহণ করতে দেখে। এখন, রোগের প্রাদুর্ভাব এবং বিশ্বব্যাপী লকডাউন সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে যে পৃথিবী এক, যদি পৃথিবী এক না হত, তাহলে কীভাবে একটি রোগ পৃথিবীর সমগ্র ভ্রাতৃত্বকে প্রভাবিত করতে পারত?

(৩.২)। ধর্ম-সংস্থা (ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান): ধর্ম-সংস্থা এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা কোনও পক্ষপাত বা পক্ষপাত ছাড়াই স্ব-টেকসই পদ্ধতিতে সমগ্র সমাজের চাহিদা পূরণ করে। এই ধরনের স্ব-টেকসই ধর্ম-সংস্থা (ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান) যুগ যুগ ধরে অবিরাম (বারবার) কাজ করে আসছে। প্রকৃতপক্ষে, এই ব্যবস্থার নিরন্তর কাজের কারণে, এই ব্যবস্থার নামকরণ করা হয়েছে সনাতন। অধিকন্তু, যেহেতু এই প্রতিষ্ঠানগুলির কাজকর্ম সম্পূর্ণ ধর্মীয়তার সাথে (পূর্ণ ধর্মীয়তার সাথে) সম্পাদিত হয় বলে দেখা যায়, তাই এর নামকরণ করা হয়েছে সনাতন ধর্ম। তবে, খুব কম লোকই বলে যে চিরস্থায়ীতার মৌলিক ধারণার কারণে এই প্রতিষ্ঠানগুলি টেকসই পদ্ধতিতে কাজ করতে পারে তার বিপরীত।

ধর্ম প্রতিষ্ঠানকে এমন একটি প্রতিষ্ঠান বলা যেতে পারে যা ক্ষুধার্তদের খাবার, তৃষ্ণার্তদের জল, দুস্থদের আশ্রয়, অসুস্থদের চিকিৎসা, অভাবীদের পরামর্শ ও ন্যায়বিচার, অসহায়দের সাহায্য, যুবকদের কর্মসংস্থান এবং একাকী ও বয়স্কদের সম্মানজনক সম্পৃক্ততা প্রদান করবে এবং এর আশেপাশের সকল ব্যক্তিকে একটি শোষণহীন পরিবেশে শারীরিক, আর্থিক, মানসিক নিরাপত্তা প্রদান করবে, যাতে কোনও দারিদ্র্য, জোরপূর্বক ভিক্ষাবৃত্তি এবং জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তি না থাকে।

দীর্ঘদিন ধরে সফলভাবে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার পরও স্পষ্ট আত্মতুষ্টি এবং এমনকি পরিপূর্ণতা অর্জনের জন্য বোকামিপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার কারণে, সমাজের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানগুলিতে অবদান ধীরে ধীরে হ্রাস পেয়েছে, যার ফলে গত তিন হাজার বছরে এই প্রতিষ্ঠানগুলি অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছে। এই সকল ধর্ম – হিন্দু, জরথুস্ত্র, ইহুদি, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিস্টান, ইসলাম, শিখ, বাহাই – প্রত্যেকেই যতই সামগ্রিকভাবে নিজেদের দাবি করে, তবুও সত্য যে এই ধর্মগুলির কোনওটিই তার শিষ্যদের এমনকি ন্যায়সঙ্গত প্ল্যাটফর্মে টেকসইভাবে সুস্থ ও সুখী জীবনধারা প্রদান করতে সক্ষম হয়নি, তাই ধর্ম প্রতিষ্ঠানের পুনরুত্থানই একমাত্র বিকল্প বলা যেতে পারে যাতে পৃথিবীর জীবন আবারও নিজেকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে।

(৩.৩)। রাজনীতি–রাজনীতি: রাজনীতি হলো শাসনব্যবস্থার নীতিশাস্ত্র এবং নীতিশাস্ত্রের ভিত্তিতে পরিচালিত সরকার, যেখানে নীতিশাস্ত্র হলো পৃথিবী এবং তার পরিবেশ থেকে উদ্ভূত নীতিশাস্ত্র (নীতি)। নিয়মক সে আতি আছে)।

সময়ের সাথে সাথে পরিবেশ যেমন পরিবর্তিত হতে থাকে, তেমনি পরিবেশকে একটি গতিশীল সত্তা বলা যেতে পারে। পরিবেশের তুলনায় পৃথিবীকে একটি স্থির সত্তা বলা যেতে পারে। যেহেতু রাজনীতি পৃথিবীর সাথে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত, তাই রাজনীতিকে স্থির বলা যেতে পারে, কিন্তু যেহেতু রাজনীতি পরিবেশের সাথেও প্রতিধ্বনিত হয়, তাই রাজনীতিও একটি গতিশীল সত্তা হয়ে ওঠে।

এই মিশ্রণের পরিপ্রেক্ষিতে, **রাজনীতিকে একটি অভিজ্ঞতা এবং তার প্রকাশ বলা হয় যা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত কিন্তু যথেষ্ট নমনীয়** । এই সংজ্ঞা অনুসারে, রাজনীতি কোনও চাকরি/পেশা নয় বরং সমাজের এবং তার আশেপাশের পরিবেশের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য সমাজের প্রতি একটি সম্পৃক্ততা। এই ধরনের রাজনীতি সেই ব্যক্তিদের দ্বারা সম্পাদিত হয় যাদের মৌলিক পারিবারিক চাহিদার জন্য তার সময় এবং অর্থের প্রয়োজন হয় না, অর্থাৎ যখন তার সন্তানদের বিয়ে হয়, এবং এই ধরনের রাজনীতিতে জড়িত থাকা অব্যাহত রাখা যেতে পারে যতক্ষণ না তার সন্তানরা তার স্থান গ্রহণের জন্য উপলব্ধ হয়। এর অর্থ হল একজন সক্রিয় রাজনীতির (ভোটদান এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার) বয়স প্রায় পঞ্চাশ বছর থেকে পঁচাত্তর বছর হতে পারে। পঁচাত্তর বছর বয়সের পরে এই ধরনের সম্মানিত ব্যক্তিত্বরা সাধারণত নতুনদের শিক্ষিত এবং প্রশিক্ষণে প্রবেশ করতে চান।

রাজনীতি একটি পেশা এবং রাজনীতিবিদরা পেশাদার, যা দেশ ও সমাজের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য পেশার সাথে সমান আচরণের দাবি রাখে। রাজনীতি মূলত ধর্মগ্রন্থ এবং/অথবা দেশের সংবিধানে প্রণীত নির্দিষ্ট নিয়ম ও নিয়ন্ত্রণের উপর নিয়ন্ত্রণ করে। যেহেতু দেশের সংবিধান স্থির (পরিস্থিতি এবং সময়ের পরিবর্তনের সাথেও কমবেশি একই থাকে), তাই সংবিধান সাধারণত বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত সমস্যাগুলি মোকাবেলায় অক্ষম বলে প্রমাণিত হয়। **ইংরেজিতে Rajniti শব্দটির কোনও সঠিক শব্দ নেই; তাই Rajniti শব্দটি ব্যবহার করা হয়।**

(৪)। হিন্দু ধর্ম, সনাতন ধর্ম এবং শিখদের চলমান অবস্থা সম্পর্কে প্রাচীন বিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে আলোচনা:

(৪.১)। পহেলগামে সন্ত্রাসের নৃশংস/ভয়াবহ/বর্বর ঘটনার সময় এবং এরপরে হিন্দু ধর্মের যে শব্দটি সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয়েছিল, তা হলো হিন্দু ধর্ম, যার প্রতি সকল স্তরের নেতাসহ অসংখ্য মানুষ ইঙ্গিত করছেন যে হিন্দু ধর্মকে এককভাবে লক্ষ্যবস্তু করা হচ্ছে এবং বিপদের মুখে পড়তে হচ্ছে এবং এর আশ্রয় নিতে হবে।

এই প্রসঙ্গে, আমি দুঃখের সাথে বলতে চাইছি যে গত তেইশ বছরেরও বেশি সময় ধরে আমার প্রচেষ্টায় আমি রামায়ণ (বাল্মীকি) এবং গীতা সহ সমগ্র শ্রদ্ধেয় গ্রন্থে একটিও সাহিত্য, এমনকি একটি অনুচ্ছেদ, কবিতা বা শ্লোক খুঁজে পাইনি যেখানে "হিন্দু ধর্ম বা শিখ ধর্ম এমনকি সনাতন ধর্ম" সম্পর্কে কিছু বলা হয়েছে, যেমনটি আমরা ইহুদি, বুদ্ধ, জৈন, খ্রিস্টান, ইসলাম এবং বাহাই ধর্ম সম্পর্কে পাই।

(৪.১)। হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে তার রায়ে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট কেবল এটাই বলতে পেরেছে যে হিন্দু ধর্ম একটি জীবনধারা, কিন্তু সেই জীবনধারা কী তা বিস্তারিতভাবে বলতে পারেনি।

তারা বলে (হিন্দু ধর্ম হল প্রাচীনতম ধর্ম যার তারিখ এবং কারণ জানা যায়নি এবং বলা যায় যে হিন্দু ধর্ম হল চিরস্থায়ী, চিরস্থায়ী (ইংরেজিতে), সনাতন (সংস্কৃতে), জাভেদ বা দ্বিমী (উর্দুতে) ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন। প্রাচীনতম এবং পরিচিত সাহিত্য থেকে জানা যায় যে, পাহাড়/পর্বতের কাছে মানুষ যে প্রথা ব্যবহার করত বা অনুসরণ করতে শুরু করত, তাকে ইহুদি ধর্ম (ইহুদি ধর্ম) এবং হিন্দুকুশ পর্বত এবং হিন্দ মহাসাগরের (ভারত মহাসাগর) মধ্যে মানুষ যে প্রথা অনুসরণ করত, তাকে হিন্দু, হিন্দু, হিন্দুধর্ম, হিন্দু ধর্ম বা হিন্দু ধর্ম বলা হয়)।

সনাতন ধর্মের ব্র্যান্ড হিসেবে বর্ণিত ধর্ম সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে 'সনাতন' একটি বৈশিষ্ট্য/গুণ, বিশেষ্য নয়। তাই বেদ, মনুস্মৃতি, রামায়ণ বা গীতা-র কোনও একক পংক্তি নেই যা সনাতন ধর্মের মতো কোনও ব্র্যান্ডের ধর্মের দিকে নির্দেশ করে। উদাহরণস্বরূপ, নীচে

পুনরুত্পাদিত গীতার একটি বিখ্যাত শ্লোক কেবল ধর্ম শব্দটি ব্যবহার করে, হিন্দু ধর্ম বা সনাতন ধর্মের নয়:

" কখন কখন হাই ধর্মের অনুশোচনা আছে। ভারত। অধর্মের উত্থান এটাই হলো স্বয়ং আমি তৈরি করছি

পরিত্রাণের জন্য সাধুদের ধ্বংসের দিকে চ মন্দ কাজ। ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য আমি সম্ভব। ইউগে ইউগে। ॥৪ - ৮ ॥ "

“যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির ভবতি ভারত,
অভ্যুত্থানম্ ধর্মস্য তদাত্মানম্ শ্রীজাময়ম্ ।। ৪-৭,
পরিত্রানয়া সাধুনাম বিনাশয় চ দুষ্কৃতম্।
ধর্ম-সংস্থাপনার্থয়, সম্ভামি যুগে-যুগে ।। 4-8

[যার অর্থ: হে ভারত (অর্জুন, জ্ঞানী, জ্ঞানী, সমগ্র বিশ্ব), যখনই ধর্মের গ্লানি (অপরাধবোধ/অবক্ষয়/বিষণ্নতা/অনুতাপ) হয়, তখন আমি ধর্মের পুনরুদ্ধারের জন্য, সাধুদের (ভদ্রলোকদের) সুরক্ষার জন্য, দুষ্ট/অপরাধীদের ধ্বংসের জন্য এবং যুগ যুগ ধরে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা সম্ভব করে তোলার জন্য নিজেকে পুনর্গঠন করি। ভারত শব্দটি অর্জুনকে বোঝানো হয়েছে, জ্ঞানী, জ্ঞানী এবং মহান ভারত পৃথিবীর বংশধর। "ভারত" শব্দটি এখানে (গীতায়) এই ভূমির জন্য ব্যবহৃত হয়নি যা এখন ভারত-হিন্দুস্তান নামেও পরিচিত।]

*** দ্রষ্টব্য: উপরে বর্ণিত বিবৃতিগুলির সত্যতা সম্পর্কে কারও মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকা উচিত নয় যে, যদি আমরা (নিজের সাথে, অন্যদের সাথে এবং প্রকৃতির সাথে আমাদের দৈনন্দিন আচরণে) বৃহৎ আকারের অবনতি প্রত্যক্ষ করি, তাহলে নিশ্চিত থাকা যেতে পারে যে পৃথিবীতে ইতিমধ্যেই পরিবর্তন চলছে এবং বৃহৎ আকারের পরিবর্তন আসতে চলেছে।***

(ii) সংস্কৃতে সনাতন অর্থ শাশ্বত, ইংরেজিতে চিরস্থায়ী বা চিরন্তন বা চিরন্তন, এবং উর্দুতে জাভেদ বা দ্বামী ইত্যাদি। যখনই এবং যেখানেই ধর্মগ্রন্থে ধর্মের গুণাবলী/বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তারা ধর্ম সনাতন শব্দটি ব্যবহার করে একই বর্ণনা করেছেন, তা মনু স্মৃতি হোক বা অন্য কোনও বিশিষ্ট গ্রন্থ।

ধর্ম সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য, আপনি উইকিপিডিয়াও দেখতে পারেন, যেখানে কেউ বুঝতে পারবেন যে ধর্ম (ইংরেজি বা অন্য কোনও ভাষায় এর সমার্থক শব্দ নেই) এর অসংখ্য অর্থ এবং জীবনের সমস্ত দিককে অন্তর্ভুক্ত করে তাদের ব্যাখ্যা রয়েছে।

(iii)। এছাড়াও, আমরা আমাদের দুটি বই, 'ধার্যতে ইতি ধর্ম (লাও তজু কর্তৃক তাও তে চিং-এর পুনর্বিবেচনা)' এবং 'বিকল্প অর্থনীতি (বিষয় নং 16, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থনীতির ব্যবস্থাপনা)'

-এ ধর্মের অসংখ্য অর্থ এবং ব্যাখ্যা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি, যা ওয়েবসাইট: resurrectionofdharma.com থেকে বিনামূল্যে বইটি ডাউনলোড করে দেখা যাবে।

(৪.২)। সাম্প্রতিক সময়ে গুরু গ্রন্থ সাহেবকে এমন একটি ধর্মগ্রন্থ বলা যেতে পারে যা ধর্ম সম্পর্কে মানুষের অনেক প্রশ্নের উত্তর দেয়, কিন্তু বাস্তবে মৌলিক ধর্মের পুনরুজ্জীবন যা নানক দ্বারা শুরু হয়েছিল এবং দশম গুরু (গুরু) পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। গুরু-গোবিন্দ সিংহ তখন প্রতিষ্ঠিত হন যখন পাঞ্জাব এবং ভারতের অন্যান্য অংশের বেশিরভাগ পরিবারে, ধর্মের সেবা করার জন্য প্রস্তুত, বিকশিত এবং দান করা জ্যেষ্ঠ সন্তানটি তাদের নিজস্ব গোষ্ঠীতে পরিণত হয়, যে উদ্দেশ্যে তারা বড় হয়েছিলেন তা ভুলে যায়।

প্রতিটি পরিবারের এই জ্যেষ্ঠ পুত্রদের দল তাদের নিজস্ব সন্তান তৈরি করে এবং তাদের "শিখ" বলে পরিচয় দেয়, তাদের বাবা-মায়ের আশীর্বাদ এবং ছোট ভাই-বোনদের কাছ থেকে সমর্থন পাওয়া বন্ধ করে দেয়, তাই পর্যাপ্ত সম্পদ থাকার পরেও তারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে, সকল ধরণের নেশা (সিগারেট, বিড়ি বাদে) এর প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং এগুলিতে আসক্ত হয়ে পড়ে। যারা নিজেদের "শিখ" বলে পরিচয় দেয় তাদের গুরু গোবিন্দ সিং জি এবং অন্যান্য গুরুদের মূল উক্তিটি পুনর্বিবেচনা করা উচিত।

(৫) সমাধানের দিকে পদক্ষেপ - গণভোটের ধারাবাহিকতা,

ভারতে আমাদের অনেক সমস্যার সমাধান, যা উপরে আলোচনা করা হয়েছে এবং নীচেও দেওয়া হয়েছে, তা সহজেই গণভোটের মাধ্যমে শুরু এবং প্রকাশিত হতে পারে (**যেমন যুক্তরাজ্যে ব্রেক্সিট**) যার জন্য আমাদের সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে এবং আমাদের ভূমিকা পালন করতে হবে এবং এভাবে আমাদের জীবনকে আলোকিত করতে হবে। নিম্নলিখিত তিনটি গণভোট পথ চিহ্নিত করতে পারে:

(৫.১)। "এক জাতি - এক নির্বাচন - এক প্রতিষ্ঠান (জনগণের প্রতিনিধিত্ব কক্ষ অর্থাৎ লোকসভা)" , এবং রাজ্য সরকার, **রাজ্য প্রতিনিধিত্ব কক্ষ (রাজ্যসভা), পৌরসভা, পঞ্চায়েত, মান্ডি ইত্যাদির** মতো অন্যান্য সমস্ত সাংবিধানিক ক্ষমতা কেন্দ্র **বিলুপ্ত করে** । "এক জাতি - এক নির্বাচন - এক প্রতিষ্ঠান" এর প্রতিষ্ঠান এবং প্রক্রিয়ার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার মাধ্যমে, দেশ অপচয় কমাতে, ঘৃণা ও সংঘর্ষ কমাতে, শাসনব্যবস্থাকে সুগম করতে, কর ব্যবস্থাকে সর্বোত্তম করতে, সম্পূর্ণ সামাজিক নিরাপত্তা (যেমন খাদ্য, জল, বিশুদ্ধ বাতাস, আশ্রয়, পোশাক, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ন্যায়বিচার, কর্মসংস্থান, বিনোদন ইত্যাদি) প্রদান করতে এবং তার সমস্ত নাগরিকদের সৃজনশীল সাধনায় প্রবেশের সুযোগ প্রদান করতে সক্ষম হবে।

এই বিষয়ে নিম্নলিখিতটি জমা দেওয়া হল:

(i) "এক জাতি – এক নির্বাচন – এক প্রতিষ্ঠান" শব্দটি ধারণাগতভাবে এমন একটি ঔষধ এবং ঔষধ বলে মনে হয় যার মাধ্যমে ভারত বর্তমানে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এবং যার কারণে ভারতীয় জনগণ বিশাল সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তার বেশিরভাগ রোগের অস্তিত্বই শেষ হয়ে যাবে। যুক্তরাজ্য (যুক্তরাজ্য) সম্প্রতি শুধুমাত্র ব্যালট পেপারের মাধ্যমে **ব্রেক্সিটের** ক্ষেত্রে যেভাবে করেছে, একই ধরণের গণভোটের মাধ্যমে এটি বাস্তবায়ন করা সহজেই সম্ভব।

(ii) ' এক জাতি–এক নির্বাচন – এক প্রতিষ্ঠান' নীতিমালা গ্রহণের ফলে শিশুদের (পুত্র ও কন্যা), স্বয়ং (স্বামী ও স্ত্রী), পিতামাতা (মা ও পিতা) এবং সমাজের (স্থানীয় ও জাতীয় সরকার) মধ্যে আয়/ফলন/সম্পদ এবং কাজ/দায়িত্বের যৌক্তিক বন্টনের পথ সুগম হবে, যা একদিকে যেমন লিঙ্গ বৈষম্য, বৈষম্য, **বেকারত্ব** এবং অবিচার দূর করবে এবং অন্যদিকে সকল নাগরিক, প্রকৃত দর্শনার্থীকে সকল ধরণের সামাজিক নিরাপত্তা (শারীরিক, আর্থিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক) প্রদান করবে এবং চিরস্থায়ীভাবে এর উদ্ভিদ ও প্রাণী, পাখি, প্রাণী এবং মৎস্য সম্পদের যত্ন নিতে সক্ষম হবে।

আয় বণ্টন এবং সংশ্লিষ্ট দায়িত্বের এই ব্যবস্থাটি অবশ্যই ইঙ্গিত দেয় যে দুটি সন্তানের (মেয়ে এবং/অথবা ছেলে) আদর্শ, একবিবাহ (স্বামী–স্ত্রীর এক ইউনিট অর্থাৎ দুটি সংখ্যা), পিতামাতার এক ইউনিট (মা এবং বাবা অর্থাৎ দুটি সংখ্যা/শরীর) এবং শাসনের এক ইউনিট (স্থানীয় এবং জাতীয় অর্থাৎ দুটি সংখ্যা/শরীর) একটি সুরেলা জীবনযাপনের সর্বোত্তম উপায় বলতে পারে।

এবং একই সাথে আয় বণ্টনের এই ব্যবস্থা ইঙ্গিত দেয় যে প্রতিটি সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে, বৈবাহিক অংশীদার এবং পরিচালনা ইউনিটের একজন বা অন্যজনের আয়ের অংশ ত্যাগ করা হয় এবং পরিবার, সমাজ এবং দেশে বৈষম্য তৈরির দিকে পরিচালিত করে এবং তাই আমাদের আদর্শ অনুসরণ করার পরামর্শ দেয়।
এখানে কেউ ব্যক্তিগতভাবে সন্তানের সংখ্যা এবং বৈবাহিক সম্পর্কের সংখ্যার নিয়ম/বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করতে দ্বিমত পোষণ করতে পারে, যা একজনের স্বাধীনতার লঙ্ঘন করে এবং বৃহত্তর স্তরে এটি তর্ক করা যেতে পারে এবং একমতও হতে পারে, তবে সম্মিলিতভাবে আমাদের যে ব্যবস্থা আছে তা এমন হওয়া উচিত যা অন্যের মূল্যে কারও অধিকারকে বিপন্ন করে না এবং তাই কেবল একটি একক শাসনব্যবস্থা (স্থানীয় এবং জাতীয় অর্থাৎ দুটি সংখ্যা/সংস্থা) থাকার পরামর্শ দেয়। এর অর্থ হল আমাদের **আঠাশটি রাজ্য সরকার, রাজ্যসভা, পঞ্চায়েত** ইত্যাদি ত্যাগ করতে হবে এবং একই সময়ের জন্য নির্বাচিত স্থানীয় বিশেষজ্ঞ দলের সহায়তায় **সংসদ সদস্যের নেতৃত্বে "এক জাতি – এক নির্বাচন – এক প্রতিষ্ঠান" (লোকসভা) এবং স্থানীয় সরকার গঠনের দিকে যেতে হবে।**

(৫.২)। এক জাতি – এক ভবিষ্যৎ – এক সংস্কৃতি : গরুর মাংস (গরুর মাংস) উৎপাদন, এর ব্যবহার এবং রপ্তানি সম্পর্কে সামাজিক–অর্থনৈতিক–ধর্মীয়–রাজনৈতিক অবস্থান এবং গরু

সম্পর্কে তথাকথিত বাগাড়ম্বর – যে গরু, গঙ্গা নদী, পৃথিবী এবং যে মহিলারা তাদের জৈবিক পিতামাতা ছাড়া শিশুদের খাওয়ান তারা মা এবং ভারত যদি সুস্থ ও সুখী জীবনযাপন করতে চায় তবে তারা আমাদের জৈবিক মায়ের সমান মর্যাদা এবং সম্মান পাওয়ার যোগ্য।

এই বিষয়ে নিম্নলিখিতটি জমা দেওয়া হল:

(৫.২.১)। তারা বলে যে, গোবংশের সাথে দুর্ব্যবহার না হওয়া পর্যন্ত (এই লোকদের অনেকেই গরুকে মা বলে মনে করেন, যিনি তার জন্মগত মায়ের অনুপস্থিতিতে একটি শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ান এবং লালন-পালন করেন, যেমন যশোদা ভগবান কৃষ্ণের জন্য ছিলেন এবং রাজা আকবরের মতো আরও অনেক উদাহরণ) – যে কোনও কারণে যেমন গোবংশকে সঠিক খাবার, জল, আশ্রয় না দেওয়া; প্রতিদিন গাভীকে অক্সিটোসিন ইনজেকশন দেওয়া যাতে তার স্তনবৃন্ত এবং দুধ সরবরাহকারী অংশ আলগা হয়ে যায় (যা সাধারণত বাচ্চা প্রসবের সুবিধার জন্য ব্যবহৃত হয়); অথবা স্বয়ংক্রিয় দুধ-দুধোদন যন্ত্র ব্যবহার করা; কৃত্রিম পদ্ধতিতে গর্ভবতী করানো; গাভীকে তার বাছুরকে সঠিকভাবে খাওয়াতে বঞ্চিত করা; পুরুষ বাছুরদের সঠিক খাবার না দেওয়া এবং শীতকালে ঠান্ডায় মারা যাওয়ার জন্য খোলা জায়গায় ছেড়ে দেওয়া (যেহেতু ট্র্যাক্টর চালু হওয়ার পরে তারা অকেজো হয়ে পড়ে); অথবা বাছুরদের খোজা করে তাদের ষাঁড়ের পরিবর্তে বলদ বানানো – এবং অবশেষে, যখন গাভী দুধ দেওয়া বন্ধ করে দেয়, তারপর খোলা জায়গায় বাস করার জন্য এবং আবর্জনা খেয়ে বেঁচে থাকার জন্য বের করে দেয়, অথবা কোন কসাই দ্বারা হাতে বা স্বয়ংক্রিয় মাংস/গরুর মাংস উৎপাদন কেন্দ্রে হত্যা করার জন্য নিয়ে যায় এবং ভারত বা বিদেশে খাওয়ার জন্য এর মাংস বিক্রি করে, এর চামড়া চামড়ার জুতা বা পোশাক হিসাবে ব্যবহার করার জন্য, বেশিরভাগ ট্যানারিগুলিতে (বেশিরভাগ নদীর কাছে অবস্থিত, যা মা গঙ্গা সহ নদীগুলিকে দূষিত করে), এবং এর শিং এবং হাড়গুলি ফার্মেসি, টুথপেস্ট এবং বাসনপত্র (চীনা মাটি) তৈরির শিল্পে মানুষের দ্বারা আরও ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হয়।

গরুর উপর মানুষের দ্বারা সংঘটিত নৃশংসতা এবং অপরাধের ফলে একাধিক গৌণ এবং তৃতীয় স্তরের ক্ষতি হয়েছে, যেমন:

(i) দুধ দোহনের সুবিধার্থে গরুর শরীরে ঘন ঘন এবং নিয়মিত অক্সিটোসিন ইনজেকশন দেওয়ার ফলে তাদের দেহ এতটাই বিষাক্ত হয়ে ওঠে যে, যখন কোনও গরু খোলা জায়গায় মারা যেত এবং শকুন (প্রাকৃতিক মেথর) তা খেয়ে ফেলত, তখন তারাও গরুর বিষাক্ত দেহের কারণে মারা যেত, যার ফলে শকুন সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যেত। এইভাবে, প্রাকৃতিক মেথর অপসারণ বন্ধ হয়ে যায়।

অধিকন্তু, গঙ্গা ও যমুনা নদীর তীরে জেনেশুনে ট্যানারি স্থাপনের কারণে (মূলত গঙ্গা নদীকে তাদের মা বলে মনে করে এমন ভারতীয়দের হেয় ও দমন করার জন্য), এবং রাসায়নিক মিশ্রিত বর্জ্য জল গঙ্গা নদীতে প্রবাহিত হতে দেওয়ার কারণে, গঙ্গা ডলফিনের সম্পূর্ণ প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যায়।

(ii) ভারতীয় অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে প্রথমে দুধের সাথে চা এবং কফি মিশ্রিত করার প্রচলন, তারপর সাধারণ মানুষের মধ্যে, বনভূমির অভাবনীয় হ্রাস ঘটায় (গরু, মহিষের জন্য ঘাস, চিনি, চা পাতা, কফি বীজ, এলাচ, আদা ইত্যাদির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে, যা দুধের সাথে চা এবং কফি মিশ্রিত করার জন্য প্রয়োজনীয়), যা বনে পাওয়া বেশিরভাগ পাখি, প্রাণী এবং সরীসৃপকে বিলুপ্ত করে দিয়েছে – অথবা বিলুপ্তির কারণ করে চলেছে।

(iii) ধূসর বাজারে এই আবিষ্কারের পর যে ঘি — অত্যন্ত সম্মানিত গরুর ঘি — স্থানীয় বয়লারে গরুর মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণের সময় কিছু রাসায়নিক মিশিয়েও তৈরি করা যেতে পারে (যা প্রার্থনার সময় প্রদীপ জ্বালাতে এবং প্রসাদ তৈরিতে, অর্থাৎ তিরুপতি বালাজির লাড্ডু ইত্যাদির মতো মিষ্টি তৈরিতেও ব্যবহার করা যেতে পারে), যা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে তা হল ভারতের মানুষের আবেগগত এবং ধর্মীয় অংশ।

(iv) মাদার ডেইরি হিসেবে দুধ বিতরণ কেন্দ্র খোলা গরুর বংশের উপর সংঘটিত অত্যাচারকে উপহাস এবং মজা করছে, যেখানে আমুল, সুধা, পরশ, পরাগ এবং মাদার ডেয়ারির তথাকথিত সাফল্যের গল্পগুলি গরুর উপর অপরাধের গল্প। ডেইরি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড প্রতিষ্ঠা, ডেইরি ডেভেলপমেন্ট মন্ত্রণালয় থাকা, দুধ (যার ফলে গরুর মাংস) উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গবেষণার জন্য তহবিল প্রদান, গোশালাগুলিতে (দুগ্ধ) সহজ শর্তে ঋণ প্রদান এবং গরুর জন্য ভর্তুকি বা বিনামূল্যে ঘাস প্রদান – এই সকলকে সরকার কর্তৃক গো বংশের বিরুদ্ধে অপরাধের একটি গোপন অবদান বলা যেতে পারে। যেখানে গরুর মাংস এবং জীবন্ত গবাদি পশুর খাদ্য রপ্তানির অনুমতি দেওয়া সরকারের কর্তৃক গো বংশের উপর অপরাধের স্পষ্ট প্রদর্শন।

মানুষের দ্বারা বংশের উপর অত্যাচার ও অপরাধ, এবং বিপরীতে, গরু এবং অন্যান্য সমস্ত পাখি, প্রাণী, সরীসৃপ এবং মৎস্যজীবীর বংশের অভিশাপ যা ভয়াবহভাবে মারা গেছে এবং বিলুপ্ত হয়ে গেছে – ধর্ম সংসদ, রাজনৈতিক সংসদ (সংসদ) বা ভারতের সুপ্রিম কোর্ট থেকে কোনও সাহসী পদক্ষেপ আশা করা যায় না। জাগ্রত আত্মার বিশেষ প্রার্থনা এবং তারপর দেশে গণভোট ব্যতীত, কিছুই গরুর অবস্থা পরিবর্তন করতে পারে না এবং গরু, গঙ্গা, পৃথিবী, আমাদের জৈবিক মা এবং শিশু থেকে প্রাপ্তবয়স্ক পর্যায় পর্যন্ত শিশুর যত্ন নেওয়া ব্যক্তির প্রতি আমাদের গর্ব পুনরুদ্ধার করতে পারে না।

(৫.২. ২)। কেন গরুকে কেবল মা হিসেবেই সম্মান করা হয় না, বরং প্রশংসা করা হয়, তারপর গঙ্গাকে মা হিসেবে, পৃথিবীকে মা হিসেবে, এবং জন্মদাতা মা ছাড়া অন্য মহিলাকে যিনি শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ান এবং তার যত্ন নেন?

মাতা ও পিতার উপাধি বা পদমর্যাদা নিজে থেকে দাবি করা বা অর্জন করা যায় না, অন্যদের দ্বারা আদেশ করা যায় না বা অর্পণ করা যায় না। বরং, মাতা ও পিতার উপাধি বা পদমর্যাদা ঈশ্বরের তাদের জন্য একটি ভবিষ্যদ্বাণী যারা প্রদত্ত আত্মার শিশু অবস্থায় ব্যক্তির স্বাভাবিক গুণাবলী

পরিবর্তন না করেই আত্মার যাত্রাকে অনুমতি দেয় বা সাহায্য করে। যেহেতু গরুর দুধ কোনও শিশুর (সে মানুষ, কুকুর, ছাগল, বিড়াল, ঘোড়া, সিংহ, হাতি ইত্যাদি) স্বাভাবিক গুণাবলী পরিবর্তন করে না, তাই গঙ্গা নদীর জল এবং পৃথিবীতে জন্মানো ফল এবং শাকসবজিও কোনও প্রাণীর স্বাভাবিক গুণাবলী পরিবর্তন করে না – তাই জৈবিক মায়ের সাথে সাথে এগুলিকেও মায়ের মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে।

মাতা গরু, গঙ্গা, পৃথিবী এবং নারীদের উপর অত্যাচার ও অপরাধের ধারাবাহিকতা দেখা, এমনকি ভারতে (এবং বিশ্বজুড়ে) ব্যক্তি, সরকার এবং সমাজের দ্বারাও একই ঘটনা ঘটছে, তা অজ্ঞতা, কাপুরুষতা, অথবা বিদেশী মুদ্রা অর্জন এবং তথাকথিত গরুর মাংস ভক্ষণকারী প্রভুদের সন্তুষ্ট করার লালসা হতে পারে। কিন্তু এই ধরনের কাজ (উপরোক্ত তথ্য জানার পরেও নৃশংসতা এবং অপরাধ) অব্যাহত থাকলে ভারতের জন্য শীঘ্রই ধ্বংস ডেকে আনবে।

দেশে সংশোধন (পুনরুত্থান) এর জন্য পদক্ষেপের পদ্ধতি সম্পর্কে গণভোটই হল উপায়।

(৫.৩)। ' এক জাতি – এক নিয়তি – এক ব্যবস্থা': আমাদের বাড়িতে, আমাদের এলাকা, সমাজ, দেশে এবং আমাদের বিশ্বে সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিকভাবে, সকল দৃষ্টিকোণ থেকে পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধি (শারীরিক, মানসিক এবং মানসিক) বিষয়টিকে যেকোনো সুস্থ বেঁচে থাকার এবং সুখী জীবনযাপনের ভিত্তি বলা যেতে পারে, যার জন্য **দেশ ও বিশ্বজুড়ে একই ব্যবস্থার প্রয়োজন** ।

এই বিষয়ে নিম্নলিখিতটি জমা দেওয়া হল:

(i) আমাদের চারপাশে জমে থাকা ময়লার (শারীরিক, নোংরা ও আবর্জনা, মানসিক, নোংরা ও অশ্লীল বিষয়, ধর্মীয়, মৌখিক নির্যাতন ও ঘৃণা ছড়ানো, আইন তৈরি ও ভঙ্গের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক, দায়মুক্তি এবং প্রতিশ্রুতি পালন না করে এবং সময়মতো তা পূরণ না করে) সমসাময়িক অবস্থাকে একীভূত করতে হবে এবং তারপরে অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি (যা বিপুল সংখ্যক ভিক্ষুক, পতিতা, মাসিক বিনামূল্যে রেশন গ্রহণের জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের সংখ্যা (ভারত সরকারের মতে, এটি আশি কোটি যা ভারতের জনসংখ্যার পঞ্চাশ শতাংশেরও বেশি), তারপরে কর্মসংস্থানের জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত মানুষের সংখ্যা, একাকীত্বে ভুগছেন এমন বয়স্ক মানুষের সংখ্যা, তারপরে তাদের বকেয়া/ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ মানুষের সংখ্যা, তারপরে নথিভুক্ত পুলিশ মামলা এবং আদালতে মামলা বিচারাধীন সংখ্যা, তারপরে সান্ত্বনা খুঁজছেন প্রেরণাদায়ী, ধর্মীয় প্রচারকদের ধর্মোপদেশ/বক্তৃতায় ভিড়ের আকার, তারপরে দেশের হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি)।

ময়লার সমসাময়িক অবস্থা একীভূত করার পর আমাদের আলোচনা করতে হবে যে কীভাবে আমরা পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখব, ময়লা এবং ময়লাকে পরিচ্ছন্নতা এবং

স্বাস্থ্যবিধির সাথে সংজ্ঞায়িত করার পরামিতিগুলি কী হবে, তারপর এটি কীভাবে করা হবে এবং কে এটি করবে এবং এর সামগ্রিক পদ্ধতি কী হবে, এবং এই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধির বিধান কীভাবে তার সমস্ত নাগরিকের জন্য সম্পূর্ণ সামাজিক সুরক্ষা (যেমন খাদ্য, জল, তাজা বাতাস, আশ্রয়, পোশাক, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ন্যায়বিচার, কর্মসংস্থান, বিনোদন ইত্যাদি) নিশ্চিত করবে।

(৫.৩.১)। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়:

১. এটা বোঝা খুবই স্পষ্ট যে, যখন ছোট বাচ্চারা এবং ছোট বাচ্চারা বাড়িতে খেলা করে, তখন তারা কিছু শব্দ করে, অনেক জিনিসপত্র গুছিয়ে নেয়, কিছু কাগজপত্রের মাধ্যমে এদিক-ওদিক করে, খাবারের জায়গায় অসম্পূর্ণ খাবার রেখে দেয় এবং বাসনপত্র যেমন আছে তেমনই রেখে দেয় অথবা সর্বাধিক সিঙ্কে পরিষ্কার করার জন্য রেখে দেয়। অর্থাৎ, সন্ধ্যার মধ্যে অথবা রাতে যখন তারা ক্লান্ত হয়ে ঘুমাতে যায় তখন তারা কিছুটা বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে বাধ্য। পরের দিন এবং দিনের পর দিন, এই ছোট বাচ্চারা একই খেলা এবং ব্যায়াম করে এবং সমান পরিমাণে ময়লা, ময়লা এবং আবর্জনা তৈরি করে, কে পরিষ্কার করবে এবং কী করবে তা চিন্তা না করে , ছোট শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং রক্ষণাবেক্ষণের প্রক্রিয়ায়। স্পষ্টতই, বাড়িতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখা বাবা-মা এবং একই প্রাঙ্গণে বসবাসকারী অন্যান্য প্রবীণদের দায়িত্ব বলা যেতে পারে। কিন্তু একবার ভাবুন, যদি বাড়ি/ঘর নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং রক্ষণাবেক্ষণ না করা হয় তবে কী হবে?

একইভাবে, যখন আমরা (প্রাপ্তবয়স্ক এবং বয়স্করা) কারখানা, অফিস, খামারবাড়ি, দোকান ইত্যাদিতে খেলাধুলা/কাজ করি, তখন আমরা কিছু শব্দ করি, অনেক জিনিসপত্র গুছিয়ে ফেলি, কিছু কাগজপত্র এখানে-সেখানে দিয়ে, অসমাপ্ত খাবার খোলা জায়গায় রেখে কাগজ এবং প্লাস্টিকের বাসনপত্র যেমন আছে তেমন রেখে দেই অথবা সর্বাধিক ডাস্টবিনে পরিষ্কার করার জন্য রেখে দেই। সংক্ষেপে, সন্ধ্যার মধ্যে বা রাতে যখন আমরা ক্লান্ত হয়ে বিশ্রামের জন্য আমাদের বাড়ি/বাড়ির দিকে ছুটে যাই, তখন আমরা কিছুটা বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে বাধ্য। পরের দিন এবং দিনের পর দিন, আমরা একই খেলা এবং ব্যায়াম করি এবং সমান পরিমাণে ময়লা, ময়লা এবং আবর্জনা তৈরি করি, কে পরিষ্কার করবে, কেন করবে, বিনিময়ে তারা কী পাবে এবং তারপরে কী হবে তা চিন্তা না করেই, শহর পরিষ্কার এবং স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখার প্রক্রিয়ায় যা আমাদের প্রয়োজন। স্পষ্টতই শহরগুলিতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখা সমাজের পিতামাতা এবং একই শহরে বসবাসকারী অন্যান্য প্রবীণদের দায়িত্ব বলা যেতে পারে। কিন্তু একবার ভাবুন, যদি শহরটি নিয়মিতভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না করা হয় এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা না হয়, তাহলে কী হবে?

(i) । জাতিসংঘ যত বড় বড় সংস্থাই উন্নত পরিচ্ছন্নতার কথা বলুক না কেন, মশা নিরোধক, মশা নিরোধক ক্রিম, মশারি, মুখোশ এবং স্যানিটাইজার বিক্রির ক্রমবর্ধমান প্রবণতা, বায়ু ও জল

পরিশোধক বিক্রির প্রবণতা, ওষুধ, ডাক্তার, পরীক্ষাগার এবং হাসপাতালের বিল, ফলস্বরূপ দীর্ঘস্থায়ী এবং মানসিক রোগীদের সংখ্যা বৃদ্ধি, উন্নত পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত যেকোনো দাবির বিরুদ্ধে অনেক বেশি কথা বলে।

(ii) পরিবার ও সমাজ পর্যায়ে সহজেই সমাধানযোগ্য পরিচ্ছন্নতা একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা সাম্প্রতিক অতীতে (২০১৩ সাল থেকে) জাতিসংঘ "টেক পু টু দ্য লু" অর্থাৎ টয়লেটে টয়লেট নিয়ে যাওয়া" শিরোনামে পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধির উপর একটি বিশাল কর্মসূচি গ্রহণ করেছে এবং অনেক দেশকে টয়লেট নির্মাণ এবং (মানুষের দ্বারা) খোলা জায়গায় মলত্যাগ বন্ধের জন্য অর্থায়ন করেছে। এর ফলে কোটি কোটি শৌচাগার নির্মাণ এবং খোলা জায়গায় মলত্যাগের সমালোচনা করে অসংখ্য বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে।

এই ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রামের পরেও আমরা বিশ্বজুড়ে ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়ার একের পর এক ঢেউ দেখতে পেয়েছি যা অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে প্রতিফলিত করে যে এই প্রোগ্রামটি কেবল মারাত্মকভাবে ব্যর্থ হয়নি বরং বিশ্বে আরও ময়লা/ময়লা/আবর্জনা এবং অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি তৈরি করেছে যার ফলে আরও ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়া ছড়িয়ে পড়েছে এবং ফলস্বরূপ মহামারী এবং মহামারী বৃদ্ধি পেয়েছে।

* ভাইরাস এবং এর ফলে সৃষ্ট মহামারী (গত দুই-তিন বছরে একের পর এক) নিয়ন্ত্রণ, নিয়ন্ত্রণ এবং নির্মূল করতে এই যৌথ সংস্থা (সংযুক্ত জাতি) ব্যর্থতা এই প্রতিষ্ঠান এবং এর সাথে যুক্ত নেতাদের বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়ার অক্ষমতাকে প্রতিফলিত করে এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধির সমস্যা মোকাবেলায় একটি বাস্তবসম্মত পথ প্রদানের জন্য আমাদের একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, নতুন চিন্তাভাবনা এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টা গ্রহণের আহ্বান জানায়।

বলা হয়ে থাকে যে, যদি আমরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখতে চাই, তাহলে কেবল ময়লা/ময়লা/আবর্জনা পরিষ্কার করাই নয়, বরং নোংরা মানসিকতার লোকদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত চিরন্তন আইন পুনরুজ্জীবিত করা প্রয়োজন।

(ii) আমরা যদি আমাদের শিক্ষাকেন্দ্রগুলির অবস্থা দেখি, যেখানে সকল শিক্ষার্থীকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার শিক্ষা দেওয়ার কথা এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব তুলে ধরার জন্য আলমা-বিষয়বস্তুতে একই শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, তাহলে নিশ্চিতভাবেই আমরা হতাশ হব।

প্রকৃতপক্ষে, বেশিরভাগ শিক্ষাকেন্দ্রে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজটি একজন স্বল্প বেতনের কর্মচারী বা চুক্তিবদ্ধ কর্মীর উপর ন্যস্ত করা হয়। এই কর্মচারী বা কর্মীরা প্রতিদিন একবার মেঝে পরিষ্কার করেন, মেঝে মুছবেন, টয়লেট পরিষ্কার করবেন কিন্তু খুব কমই ঘরের চার দেয়াল, তার

ছাদ এবং ছাদের উপরে, দরজা-জানালা, সিলিং ফ্যান এবং এয়ার-কন্ডিশনার, আলোর সরঞ্জাম, টেবিল-চেয়ারের ভিতরের অংশ, বর্জ্য বালতি ইত্যাদি পরিষ্কার করবেন, যার ফলে আরও অনেক কিছু অকেজো হয়ে যায়।

ফাইল এবং অন্যান্য রেকর্ড থেকে, লাইব্রেরির বই থেকে এবং দোকানে থাকা জিনিসপত্র থেকে ধুলো খুব কমই পরিষ্কার করা হচ্ছে, শুধু ইনস্টিটিউটের বাগানের গাছপালা এবং গাছের পাতায় জল ছিটিয়ে বা গোসল করা ছাড়া আর কিছুই নয়। বৃহত্তর পরিচ্ছন্নতা প্রদর্শনের জন্য।

যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে (এবং হাসপাতাল, আদালত, প্রশাসকের কার্যালয় এবং মন্দির/মসজিদে) শারীরিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার (যা দৃশ্যমান এবং কিছুটা সহজ) পরিস্থিতি ঠিক না হয়, তাহলে এই প্রতিষ্ঠানগুলি যে স্তরের মাধ্যমিক এবং তৃতীয় স্তরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা (অর্থাৎ মন এবং হৃদয়) প্রদান করছে সে সম্পর্কে কী বলা যেতে পারে?

(iii)। এটা সকলের কাছেই অবাক করার মতো বিষয় যে হিন্দু (যা বর্তমানে প্রচলিত) থেকে শুরু করে ইহুদি, বৌদ্ধ থেকে জৈন, খ্রিস্টান থেকে মুসলিম, শিখ থেকে বাহাই পর্যন্ত কোনও ধর্মই সাধারণ স্থান পরিষ্কার করার বিষয়ে কথা বলেনি বা কথা বলেনি এবং এর কারণ, সমাজে কে পরিষ্কার করবে এবং কেন সে এটি করবে, কোন বয়সে সে এই কাজটি করতে সক্ষম হবে এবং তার সাথে কীভাবে আচরণ, সম্মান এবং পুরস্কৃত হবে।

অধিকন্তু, প্রায় সকল ধর্মই নির্দিষ্ট করে না যে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বজায় রাখার ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রাণী, পাখি, মৎস্য, গাছপালা, পরিবেশ এবং প্রকৃতির প্রতি তাদের অধিকার এবং দায়িত্ব, ভাগাভাগি এবং অবদান কী হবে, এবং এর ফলে তাদের নিজস্ব শিষ্যদের বিকলাঙ্গ, বিস্ময়ে বিচলিত রাখা হয়েছে ।

(iii .i)। যুক্তি দেওয়া হয় যে বিশ্বাস এবং বংশবৃদ্ধি প্রতিটি প্রাণীর মধ্যে সহজাত এবং মানুষ সহ প্রতিটি জীবের গভীরে প্রোথিত এবং কেন্দ্রীয়, তাই যদি আমরা চারপাশে ময়লা/ময়লা/অবর্জনা দেখতে পাই, তাহলে নিশ্চিতভাবেই (ধর্ম ও অঞ্চল ব্যতীত) মানুষের একটি বিশাল অংশের বিশ্বাস অবশ্যই কেঁপে উঠেছে। এটাও বলা যেতে পারে যে এই সমস্ত ধর্ম তাদের শক্তি হারিয়ে ফেলেছে এবং তাদের প্রভাবের সময়কাল শেষ হয়ে গেছে, ফলস্বরূপ তাদের প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলেছে এবং এর অনুসারীদের ধরে রাখতে, নিয়ন্ত্রণ করতে এবং নির্দেশনা দিতে অক্ষম।

এগুলো আমাদের একটি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করতে বাধ্য করে, এই সমস্ত ধর্ম কি পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধি সহ সম্প্রদায়ের সমস্ত মৌলিক এবং স্থানীয় প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে এবং আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে যথেষ্ট সক্ষম, নাকি আমাদের সম্মিলিতভাবে মৌলিক ধর্ম/ধর্মকে পুনর্বিবেচনা করতে হবে?

(iv) এটা একটা পরিহাসের বিষয় যে গত তিন হাজার বছর ধরে, সমাজ বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ কাজ রাজ্য/সরকারের হাতে ছেড়ে দিয়েছে/অর্পণ করেছে, যার ফলে এই কাজটি সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী নামে ভাড়াটে কর্মীদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং এর ফলে সমাজ এবং এর জনগণ তাদের নিজস্ব কর্মকাণ্ডের বন্দী হয়ে পড়েছে। এটা আশ্চর্যজনক যে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীরা (পুলিশ কর্মী এবং সেনাবাহিনী) অস্ত্র বহন করতে এবং রায় প্রদান সহ শর্তাবলী নির্ধারণ করতে অনুমতিপ্রাপ্ত কিন্তু মালিক, অর্থাৎ জনসাধারণ, অস্ত্র বহন করতে এবং এমনকি প্রতিকূলতার ক্ষেত্রেও নিজেদের রক্ষা করতে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং এইভাবে তারা হতভাগ্য হয়ে পড়েছে।

ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী/রাষ্ট্রপতি/রাজা-রানী ছাড়া সকল রাজনীতিবিদই ক্ষমতার অভাবে ভুগছেন এবং বর্তমানে মনে হচ্ছে সরকারি কর্মচারীরাই দেশের মালিক (যারা সকল বেতন, সুযোগ-সুবিধা, পেনশন, ঘুষ এমনকি চাঁদাবাজি ভোগ করছেন)। মনে হচ্ছে দেশের সামগ্রিক অব্যবস্থাপনার কারণে, প্রকৃত মালিক 'জনগণ' এখন নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন, যা এখন দেশের প্রধান (প্রধানমন্ত্রী/রাষ্ট্রপতি/রাজা-রানী) এবং এই সরকারি কর্মচারীদের সেবা করার জন্য জন্ম নেওয়া পুতুলের মতো দেখাচ্ছে। এই ধরণের পরিস্থিতির ধারাবাহিকতা কি প্রশংসা করা যেতে পারে?

(v) বর্তমান বিশ্বের পরিস্থিতি অনিশ্চিত বলে মনে হচ্ছে। যদি কেউ গভীরভাবে তাকান, তাহলে যুবসমাজের দ্বারা মাঝে মাঝে আরও খারাপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে সরকারি সম্পত্তির ধ্বংস, ধর্মীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অন্ধ যান্ত্রিকীকরণ (এর সাথে সম্পর্কিত রোগ যেমন তরুণদের মধ্যে ব্যাপক বেকারত্ব এবং বয়স্কদের মধ্যে একাকীত্ব, অপুষ্টি এবং স্থূলতা, মানসিক ব্যাধি, একাকীত্ব), মানব পাচার (এবং জোরপূর্বক ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি, পর্নোগ্রাফি, মাদক ও মাদকের সাথে সম্পর্কিত রোগ), প্রায় সকল ধরণের সামাজিক সুরক্ষার অভাব, এমনকি নেতা এবং মিডিয়া কর্মীদের দ্বারাও মৌলিক নীতিশাস্ত্র এবং শিষ্টাচারের প্রতি চরম অবহেলা ইঙ্গিত দেয় যে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পতনের দিকে বা সর্বনাশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

খুব কম লোকই বলে যে আমরা যা প্রত্যক্ষ করছি তা হল গত তিন হাজার বছরের সময়কালে ব্যবস্থার পদ্ধতিগত ব্যর্থতা যেখানে গণতান্ত্রিক ও স্বাধীন দেশগুলিতে একের পর এক রাজ্য এবং একের পর এক সরকার তার ন্যায্য মালিক – নাগরিকের কাছে মৌলিক বিষয়গুলিও পৌঁছে দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

(৫.৩.২)। টেকসই সমাধানের আদর্শ:

একজন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্যকর ব্যক্তির হৃদয়ে ঈশ্বর বাস করেন, পরিবার, সমাজ, দেশ সত্য কিন্তু অর্ধেক কথা সত্য, আর অর্ধেক কথা হল- ধার্মিকতা নোংরা এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশকে পরিত্যাগ করে, এড়িয়ে চলে এবং পালিয়ে যায়, তা সে ব্যক্তি, পরিবার, দেশ এবং সমাজই হোক না কেন।

তাই, যদি কেউ জীবনের ঐশ্বর্য, বিলাসিতা, আরাম-আয়েশে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, ব্যক্তিগত পর্যায়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধি পরিত্যাগ করতে শুরু করে এবং পরিবার এবং তার আশেপাশের পরিবেশে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধিকে একটি নীচু বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে, তাহলে রোগ, অস্বস্তি এবং তার পরে দারিদ্র্য এমনকি দাসত্বের জন্য চেষ্টা করার দরকার নেই বরং স্বয়ংক্রিয়ভাবে আসবে।

বিপরীতে, যদি কেউ প্রকৃতির সান্নিধ্যে সুস্থ, সুখী এবং বিলাসবহুল জীবনযাপন করতে চায়, তাহলে তাকে ভণ্ডামি (অর্থাৎ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে কোনও পবিত্র গ্রন্থ বা অন্য কোনও ধর্মোপদেশ থেকে তোতাপাখি বা উচ্চারণ করা) ত্যাগ করতে হবে এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিজেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার কাজ শুরু করতে হবে এবং পারিবারিক পাড়া এবং সমাজের অন্যদের সাথে সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা/প্রদান এবং সহযোগিতাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে যাতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধি বজায় থাকে।

অর্থাৎ স্থান, জল, বায়ু, অগ্নি এবং পৃথিবীকে সম্মান করে, রোগ নিরাময়কারীকে সুস্থ করা পরিবেশ এবং বাস্তুতন্ত্রের সাথে আমাদের মিথস্ক্রিয়ার ভিত্তি হতে পারে। অতএব, (**উদাহরণস্বরূপ**) যখন আমরা কাপড় শুকাই, তখন আমাদের প্রার্থনা হতে পারে "নদীর জল নদীতে যাক এবং আমাদের কাপড় শুকাই।"

(৫.৩.৩) । আমরা যদি আদিবাসীদের (আদিবাসী - আদিবাসী - যারা আদিকাল থেকে, শুরু থেকেই এখানে আছেন) দিকে তাকাই, তাহলে বুঝতে পারব যে উপজাতির প্রতিটি সদস্যকে তাদের সমগ্র জীবনে পুরুষ ও মহিলা যে সমস্ত দিকগুলির মুখোমুখি হতে পারে তার যত্ন নেওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে, তা সে নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা, ব্যবসায়িক লেনদেন, প্রশাসন, পুরোহিতত্ব, বিচার বিভাগ, অথবা সহায়ক কাজ হোক।

বলা হয়ে থাকে যে আদিবাসী-আদিবাসী/আদিবাসীরা আদি এবং সভ্য পৃথিবী হল একটি উপরিকাঠামো যা এর উপর নির্মিত বা এই আদিম থেকে নেতৃত্ব নিয়ে নির্মিত। তাই যখন উপরিকাঠামোটি জীর্ণ হয়ে উঠছে বলে মনে হচ্ছে তখন মূল-আদিবাসীদের পুনর্বিবেচনা করা এবং আবারও এইগুলি থেকে সূত্র/নেতৃত্ব/নির্দেশনা নেওয়াই একমাত্র বিকল্প থাকে যে কীভাবে এই (উপজাতিরা) মৌলিক সুরক্ষা (শারীরিক নিরাপত্তা, খাদ্য নিরাপত্তা এবং আশ্রয়) যত্ন নিয়েছে এবং তাদের প্রশাসন, ন্যায়বিচার এবং তাদের বংশ বজায় রেখেছে, মৌলিক স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিনোদন এবং পরিবেশ সুরক্ষার যত্ন নিয়েছে এবং তাদের প্রার্থনা করেছে যা তাদের যুগ যুগ ধরে নিজেদের টিকিয়ে রাখার জন্য নিখুঁত করে তোলে।

আমাদের কি অপেক্ষা করা উচিত কোন জাদু এবং অলৌকিক ঘটনা ঘটার জন্য অথবা কোন নতুন ঈশ্বর আকাশ থেকে নেমে এসে আমাদের সমস্যার সমাধান করার জন্য? নাকি আমাদের এই সুযোগ গ্রহণ করে পুনরুত্থানের জন্য কাজ শুরু করা উচিত?

(৫.৪)। সমাজে শারীরিক, মানসিক এবং মানসিক পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য বিপুল সংখ্যক কর্মসংস্থানের পথ (বিস্তারিত বিকল্প অর্থনীতি বইয়ের ওয়েবসাইট থেকে দেখা যাবে – বিষয় নং ১১: পারিশ্রমিকমূলক কর্মসংস্থান এবং সম্মানজনক কর্মসংস্থানের পথ) :

শিল্পায়নের জন্য শিল্পায়ন অনেক দেশকে ধ্বংস করে দিয়েছে এবং মানুষকে তাদের মৌলিক কার্যকলাপ থেকে বঞ্চিত করেছে এবং সমাজের নিম্ন স্তরে কর্মহীন ও একাকী করে তুলেছে, যেখানে অত্যধিক যন্ত্র সমাজের উচ্চ আয়ের শ্রেণীর মানুষকে অস্বাস্থ্যকর, পঙ্গু এবং কোয়ারেন্টাইনে রেখেছে।

দেশ ও সমাজ পর্যায়ে যন্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে কিছু মৌলিক ও দৃঢ় সীমানা থাকা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, যন্ত্রের জন্য সমস্ত ধরণের ঘষা, কাটা, কাটা এবং এর বিতরণ সীমিত করা যেতে পারে। বৈদ্যুতিক এবং পেট্রোলচালিত যন্ত্রের ব্যবহারে নির্বাচনী সীমাবদ্ধতার বিষয়ে সচেতন এবং সম্মিলিত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে আমরা ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতির জন্য খাতগুলি পুনরায় চালু করে যুবসমাজের জন্য প্রচুর সংখ্যক কর্মসংস্থান এবং একাকীত্বে ভুগছেন এমন মানুষের জন্য সম্মানজনকভাবে জড়িত হওয়ার সুযোগ তৈরি করতে পারি।

বলা হয় যে প্রাথমিক কাজটি ভৌত, দ্বিতীয় কাজটি আধা/আংশিক যান্ত্রিক, তৃতীয় কাজটি প্রযুক্তিগতভাবে চালিত এবং অন্যান্য অগ্রিম স্তরটি স্বয়ংক্রিয় হতে হবে (যেমন কৃষিকাজ এবং পোশাকের জন্য সুতা তৈরি ভৌত, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ আধা যান্ত্রিক, প্যাকিং প্রযুক্তিগতভাবে চালিত, যেখানে যেকোনো বিশেষায়িত এবং উন্নত পরীক্ষা (যেমন মাটি পরীক্ষা), নিষ্কাশন, মিশ্রণ, যোগাযোগ স্বয়ংক্রিয় হতে পারে)।

(i) যদি আমরা চাল, ডাল এবং গমের মতো খাদ্যদ্রব্যের বৈদ্যুতিক/পেট্রোলচালিত, পিষে ও পালিশ করার মেশিনের ব্যবহার এবং আমদানি করা পণ্য বিক্রি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেই, তাহলে মোটামুটি হিসাব অনুসারে (তথ্য অনুসারে, সেপ্টেম্বর ২০২২) এই প্রচেষ্টা **ভারতে গমের আটা পিষে মাসে কমপক্ষে সাত হাজার টাকা পারিশ্রমিক সহ দুই কোটিরও বেশি লোকের কর্মসংস্থান/নিয়োগ প্রদান করতে সক্ষম হবে।** অধিকন্তু, আমরা যদি প্রতিটি ক্ষেত্রে শারীরিক শ্রমের তুলনায় মেশিনটি ব্যবহারে বিচক্ষণতার সাথে কাজ করি, তাহলে এই প্রচেষ্টা কমপক্ষে ছয় শতাংশ জনসংখ্যা অর্থাৎ প্রায় আট কোটি লোকের কর্মসংস্থান প্রদান করবে।

এই অনুশীলনটি কর্মসংস্থান/ব্যস্ততার পাশাপাশি, বৈদ্যুতিক/পেট্রোল চালিত আটা কল থেকে গম পেষণকে ম্যানুয়াল পেষণে রূপান্তরিত করলে ভোক্তা এবং ভোক্তা উভয়ের জন্যই অন্যান্য স্বাস্থ্যগত সুবিধা প্রদান করবে।

যেহেতু হাতে পরিচালিত গমের আটার মিল (চক্কি) একটি কম RPM (প্রতি মিনিটে বিপ্লব) ঠান্ডা গ্রাইন্ডিং ডিভাইস, তাই উচ্চ RPM বৈদ্যুতিকভাবে চালিত ময়দা মিলের তুলনায় ময়দা পিষে নেওয়ার প্রক্রিয়ায় কোনও খনিজ এবং ভিটামিন হারায় না।

বলা হয় যে গমের আটার কল পিষলে অগ্ন্যাশয় সক্রিয় থাকে, তাই ডায়াবেটিসে আক্রান্তদের জন্য আটা চাক্কি চালানো উপযুক্ত বলে মনে করা হয়।

আরও, এটা স্পষ্ট যে, গম এবং অন্যান্য আটা সরবরাহের সাথে জড়িত এই ব্যক্তিরা কিছু পরিমাণে কাঁচামালের পাশাপাশি তৈরি পণ্যও মজুদ করতে চান, যার ফলে জাতীয় সরকারের উপর এই জাতীয় পণ্য ক্রয়, সংরক্ষণ এবং বিক্রয়ের বোঝা কমবে এবং এই আইন জনগণ এবং দেশের স্বনির্ভরতার দিকে পরিচালিত করবে।

উপরোক্ত ছাড়াও, এই বিপুল সংখ্যক হাতে চালিত চাক্কির পরিচালনা কয়েক লক্ষ লোককে এটি তৈরি এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যবসা তৈরি করবে।

(ii) "যুদ্ধের অর্থনীতি, (বই: বিকল্প অর্থনীতি)" অধ্যায় অনুসারে এবং "**একটি অর্থনীতির টেকসই কাজের জন্য কাজের বন্টন" অধ্যায় অনুসারে**। ভারতের একশো ত্রিশ কোটি জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ প্রায় বত্রিশ কোটি মানুষকে নিরাপত্তা ও সুরক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত থাকতে হবে, যেমন: **(ক)** শ্রেণীকক্ষ শিক্ষা বা মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ অর্জন, **(খ)** মাঠ পর্যায়ের দায়িত্ব পালন বা নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সম্পর্কিত বিশেষ কার্যভারে জড়িত হওয়া, **(গ)** প্রয়োজনীয়তা ও যথাযথ ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থা করা, গোয়েন্দা তথ্য পর্যবেক্ষণ এবং এর বিশ্লেষণ এবং ব্যবস্থার সামগ্রিক প্রশাসন, **(ঘ)** শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং বিশেষ দক্ষতা প্রদান, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সম্পর্কিত বিরোধে জুরি হওয়া, গবেষণা ও উন্নয়নের সমন্বয় ইত্যাদি।

যদি আমরা একটি সুস্থ ও সুখী পরিবেশে মানুষের গড় বয়স একশ বছর ধরে নিই, তাহলে উপরের সীমানায় পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত একজন ব্যক্তি শারীরিকভাবে বেড়ে ওঠা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ, তারপর পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত মাটিতে কাজ করা, তারপর পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তর বছর পর্যন্ত ব্যবস্থাপনা এবং তারপর পঁচাত্তর থেকে একশ বছর পর্যন্ত প্রশাসন, প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ন্যায়বিচারের মুক্তির কাজে জড়িত হতে পারে।

যদি আমরা এই বন্টনের দিকে তাকাই, তাহলে নিরাপত্তার জন্য মাঠে নিযুক্ত প্রকৃত কর্মীদের জনসংখ্যার প্রতি ষোল জন অর্থাৎ ১৩০ কোটি জনসংখ্যা/১৬ = ৮.১২৫ কোটি মানুষ হতে হবে।

৮.১২৫ কোটি মানুষের নিরাপত্তার জন্য এই মোতায়েনের ব্যবস্থা সমাজকেই করতে হবে এবং রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে, তাই এটি সম্ভবপর, আর্থিকভাবে কার্যকর এবং নৈতিকভাবে চমৎকার হবে।

(iii) বই অনুসারে – বিকল্প অর্থনীতি, অধ্যায় – গণমাধ্যমের অর্থনীতি এবং গণমাধ্যম দ্বারা অর্থনীতির ব্যবস্থাপনা, তার **৫ নং পয়েন্টে বিশদভাবে বলা হয়েছে** যে সমাজে সঠিক তথ্য এবং জ্ঞান ভাগাভাগি করার জন্য প্রতি ১০০ জনে কমপক্ষে একজন পুরুষ এবং একজন মহিলার প্রয়োজন হবে অর্থাৎ দুই শতাংশ লোককে কার্যকর এবং সার্বক্ষণিক সঠিক এবং মানসম্পন্ন তথ্য এবং আন্তরিক পরামর্শ প্রদান করতে হবে এবং আবাসিক এবং অনাবাসী ভারতীয়দের পাশাপাশি অতিথি এবং দর্শনার্থীদের সম্ভাব্য সহায়তা প্রদান করতে হবে। অতএব, সঠিক তথ্য এবং জ্ঞান ভাগাভাগির এই প্রজ্ঞাপন সমাজের প্রায় দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ লোককে সরাসরি কর্মসংস্থান/প্রবৃত্তি প্রদান করবে ।

(iii.i)। আরও পয়েন্ট নম্বর **(5.B)** অনুসারে : বিনোদনের বিধান নিরাপত্তা জনসংখ্যার কমপক্ষে ছয় শতাংশকে কর্মসংস্থান/সম্পৃক্ততা প্রদান করবে । উদাহরণস্বরূপ , ভারতে বিনোদন প্রায় আট কোটি মানুষকে সরাসরি সম্পৃক্ততা/সম্পৃক্ততা প্রদান করবে বলে অনুমান করা হয়।

বলা হয়ে থাকে যে, “সন্ধ্যার বিনোদন পরের দিন সকালে ভালো আমেজ বয়ে আনবে, তাই একটি সমাজ ও জাতির জন্য বিনোদনের নিরাপত্তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা তাদের নাগরিকদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।”

(iv) " ইকো–সিস্টেমের অর্থনীতি, সৌর (আগুন), বায়ু, জল, পৃথিবী এবং মহাকাশ " অধ্যায় অনুসারে , সমাধানের ৪ নম্বর দৃষ্টান্ত – "বনায়নের পরিচালনাগত এবং ব্যবস্থাপনাগত দিক" , যদি একজন ব্যক্তি প্রায় দুই শতাধিক গাছের চাহিদা পূরণ করতে পারে, তাহলে বনায়ন প্রতি জেলায় দশ হাজার লোকের কর্মসংস্থান/নিয়োগের সুযোগ তৈরি করবে, **যার ফলে সত্তর পঞ্চাশ লক্ষেরও বেশি লোকের কর্মসংস্থান হবে।** (২০২২ সালের জনসংখ্যা অনুসারে ভারতে) ভারতের মোট সাতশ তেতাত্তরটি জেলা রয়েছে। এটি বন বিভাগের একযোগে স্থাপনা বন্ধ করে সমাজের কাছে হস্তান্তর করে করা যেতে পারে। ভারতের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার এটাই একমাত্র উপায়।

(v) "পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর অর্থনীতি এবং পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যকর অর্থনীতি" অধ্যায়ের অনুযায়ী পয়েন্ট **নম্বর (4), সমাধানের দৃষ্টান্ত,**

(ক) দিনে কমপক্ষে দুবার রান্না করা খাবারের বর্জ্য এবং রান্না করা বর্জ্য সংগ্রহ করলে আবর্জনার সমস্যা অনেকাংশে সমাধান হবে, পাশাপাশি গরুর গোত্রের জন্য ঘাস এবং পাখি, মৎস্যজীবী এবং অন্যান্য পোষা প্রাণীর জন্য পরিপূরক খাবারের প্রয়োজনীয়তাও হ্রাস পাবে।
এই কার্যক্রমের ফলে দেশে প্রায় দশ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে (হিসাব করলে দেখা যাবে যে একজন ব্যক্তি প্রায় এক হাজার জনসংখ্যার চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হবেন, তাই যদি আমরা আগে থেকে রান্না করা এবং সন্ধ্যায়/রাতের খাবারের পরে রান্না করা খাবারের বর্জ্য সংগ্রহ করা শুরু করি তবে দশ লক্ষ লোকের প্রয়োজন হবে)।

(খ) মহিলাদের জন্য উপযুক্ত প্রস্রাবখানা খুঁজে পাওয়া সত্যিই কঠিন, যা জনবহুল বাজার, শহর-কেন্দ্র, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, ধর্মীয় স্থান, পুকুর ও নদীর তীরে স্নানের ঘাট, বাস স্ট্যান্ড, রেলওয়ে স্টেশন এবং বিমানবন্দর টার্মিনালের মতো জনসাধারণের জন্য বহুস্তরীয় শৌচাগার এবং বাথরুম খোলার মাধ্যমে সমাধান করা যেতে পারে, যেখানে ঘড়ির ঘর, ছেলে ও মেয়েদের জন্য, মহিলা ও পুরুষদের জন্য, বয়স্ক এবং সাধারণ মানুষের জন্য আলাদা সুবিধা থাকতে পারে।

এই জায়গাগুলিতে অ্যামোনিয়া নিষ্কাশন, জৈব গ্যাস এবং জল শোধনাগারের ক্ষুদ্র কারখানা এবং প্রসাধন সামগ্রী, পানীয় জল ইত্যাদি কেনার দোকান থাকতে পারে। এই এলাকায় পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান এবং ব্যবসায়িক সুযোগ তৈরি হবে।

সমাজের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারি এবং সমাজ নিজেই তা পরিচালনা করতে পারে।

৬. উপরোক্ত কার্যক্রম শুরু করার জন্য ভারত কেন একটি ভালো জায়গা হতে পারে:

সাধারণত, দেখা যায় যে প্রতিটি ধর্মের ধর্মপ্রচারক/পুরোহিত সন্ত্রাসী, চোর, ডাকাত, প্রতারক, লুটেরা এবং তথাকথিত শয়তানী শক্তি এবং তাদের কার্যকলাপ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন, কিন্তু দেখা যায় যে তারা সমাজে ভয় ছড়িয়ে দেওয়া এবং ঘৃণা ও শত্রুতা বৃদ্ধির মতো অধর্মীয় কাজ করে চলেছেন।
এই শক্তিগুলির সম্পূর্ণ বিপরীতে, সাধু-সাধুরা ভালো কাজ করে চলেছেন কিন্তু কৃতিত্ব নেওয়া থেকে নিজেদের বিরত রাখেন। যদিও প্রতিটি দেশেরই শয়তান এবং সাধুদের নিজস্ব অংশ রয়েছে, কিন্তু অনাদিকাল থেকে ভারতকে সাধু-সাধুদের আবাসস্থল হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে আসছে। সাধু-সাধুদের উপস্থিতির কারণে, ভারত-ভারত নামে পরিচিত এই ভূমিটি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে একসাথে সমস্ত প্রতিকূলতার মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও তার পূর্ণ ধর্মীয়তা বজায় রাখার জন্য যথেষ্ট ভাগ্যবান।

অধিকন্তু, এত সম্মানিত সাধু ও সাধু শ্রেণীর উপস্থিতির কারণে, ভারত দেশভাগের সময় হিন্দু রাষ্ট্র হওয়ার জন্য প্রচণ্ড চাপ সত্ত্বেও, একটি ধর্মনির্পেক্ষ (সম্পূর্ণ ধর্মীয়) দেশ হিসেবে নিজেকে বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে।

ভারতের ইতিবাচক দিক হলো, এর শিশুরা তাদের আত্মবিশ্বাস অর্জন করছে এবং এখন তাদের প্রতি আস্থা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি গর্ব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সাধু-সন্ন্যাসী ও সাধুদের আশীর্বাদে, ভারত-ভারত এখন নিজেকে চিরন্তন পুনরুদ্ধার, অশুভ শক্তি দূরীকরণ এবং ব্যবস্থাকে চলমান রাখার জন্য উপযুক্ত বলে মনে করছে। আমাদের সকলের কাছ থেকে যা প্রয়োজন তা হল সহযোগিতা করা এবং সর্বত্র শান্তি ও সম্প্রীতি পুনরুদ্ধারের এই দীর্ঘ প্রতীক্ষিত কাজে বাধা সৃষ্টি করা নয়।

পরিশেষে, এটা বলা যেতে পারে যে উপরোক্ত অনুশীলনটি সত্যিকার অর্থে ভারতের গৌরব পুনরুদ্ধার করবে, এবং তাই আমাদের সমন্বিত প্রচেষ্টার যোগ্য। অনুগ্রহ করে জমা দিন,
শুভকামনা সহ
ঈশ্বর ভারতকে আশীর্বাদ করুন,

আপনার আন্তরিকভাবে

নরেন্দ্র
ধর্মের পুনরুত্থানের জন্য
ইমেইল: resurrectionofdharma@gmail.com , connect@resurrectionofdharma.com
ওয়েবসাইট: resurrectionofdharma.com
তারিখ: ৩০.০৪.২০২৫